

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যবসা ও সুদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রাজন হোসেন

রোলঃ 23090110083

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যবসা ও সুদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রাজন হোসেন

রোলঃ 23090110083

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ব্যবসা ও সুদ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ রাজন হোসেন, আইডিঃ 23090110083 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ব্যবসা ও সুদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

মোঃ রাজন হোসেন

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090110083

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১: ভূমিকা (Introduction).....	14
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট.....	14
১.২ সমস্যার প্রকৃতি.....	14
১.৩ বিষয় নির্বাচনের কারণ.....	15
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য.....	16
১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা.....	16
১.৬ গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)	16
১.৭ পরবর্তী অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ	17
☒ অধ্যায়-২: ব্যবসা ও সুদের মৌলিক ধারণা	18
২.১ ব্যবসার সংজ্ঞা.....	18
২.২ সুদের সংজ্ঞা.....	18
২.৩ প্রচলিত অর্থনৈতিক সংজ্ঞা	18
২.৪ ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসার ধারণা	19
২.৫ ইসলামী দৃষ্টিতে সুদ (রিবা)	19
২.৬ সুদ ও ব্যবসার মৌলিক পার্থক্য	20
২.৭ ব্যবসার বৈশিষ্ট্য: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি.....	20
২.৮ সুদভিত্তিক লেনদেনের ধারাবাহিক ক্ষতিকর প্রভাব.....	21
২.৯ ইসলামী দৃষ্টিতে হালাল উপার্জনের মর্যাদা	21
২.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ.....	22
☒ অধ্যায়-৩: কুরআন ও হাদীসে সুদের ব্যাখ্যা.....	22
৩.১ ভূমিকা.....	22
☒ ৩.২ কুরআনে সুদ নিষিদ্ধকরণের আয়াতসমূহ.....	22
☒ ৩.৩ কুরআনের আলোকে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ.....	23
☒ ৩.৪ হাদীসে সুদের ভয়াবহতা	23
☒ ৩.৫ সুদের প্রকারভেদ: কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক.....	24
☒ ৩.৬ সাহাবা ও তাবেঈনদের ব্যাখ্যা.....	25
☒ ৩.৭ সুদ নিষিদ্ধের শারঈ ভিত্তি (Islamic Legal Foundation).....	25

☒ ৩.৮ ইসলামী ফিকহে সুদের বিধান	25
☒ ৩.৯ আধুনিক সুদের উদাহরণ ও ইসলামী ব্যাখ্যা.....	26
☒ ৩.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ.....	26
☒ অধ্যায়-৪: সুদের প্রকারভেদ ও বাস্তব উদাহরণ	26
৪.১ ভূমিকা	26
☒ ৪.২ রিবার প্রধান দুই প্রকার.....	27
☒ ৪.৩ রিবা আন-নাসিয়া (ঋণ সুদ)	27
☒ ৪.৪ রিবা আল-ফাদল (বিনিময় সুদ)	28
☒ ৪.৫ রিবার অন্যান্য শাখা.....	29
☒ ৪.৬ কেন ইসলাম রিবা দুই প্রকারই হারাম করেছে?.....	30
☒ ৪.৭ রিবা বনাম বৈধ লাভ (Profit) — ভুল ধারণা দূরীকরণ.....	30
☒ ৪.৮ বাস্তব কেস স্টাডি.....	31
☒ ৪.৯ রিবার বিরুদ্ধে ইসলামের নীতি.....	31
☒ ৪.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ	31
☒ অধ্যায়-৫: ব্যবসার প্রকারভেদ ও ইসলামের নির্দেশনা	32
৫.১ ভূমিকা	32
☒ ৫.২ ব্যবসার সংজ্ঞা (Business Definition)	32
☒ ৫.৩ ব্যবসার সাধারণ প্রকারভেদ.....	33
☒ ৫.৪ ইসলামি দৃষ্টিতে ব্যবসার প্রকারভেদ	34
☒ ৫.৫ হালাল ব্যবসা — শর্ত ও নীতিমালা	34
☒ ৫.৬ হারাম ব্যবসা — ইসলামী নির্দেশনা	35
☒ ৫.৭ হাদীস ও শরীয়াহ অনুযায়ী ব্যবসার নীতিমালা.....	36
☒ ৫.৮ নবী ﷺ-এর ব্যবসায়িক জীবন — মুসলিম ব্যবসায়ীদের জন্য আদর্শ.....	37
☒ ৫.৯ ইসলামিক ফিন্যান্সের আদর্শ ব্যবসায়িক মডেল.....	37
☒ ৫.১০ ব্যবসায়িক নৈতিকতার আধুনিক গুরুত্ব	38
☒ ৫.১১ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ	38
☒ অধ্যায়-৬: ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসার গুরুত্ব	39
৬.১ ভূমিকা.....	39
☒ ৬.২ ইসলামে ব্যবসার ধর্মীয় গুরুত্ব	39
☒ ৬.৩ ব্যবসার অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance).....	40

☑ ৬.৪ ব্যবসার সামাজিক গুরুত্ব (Social Importance)	42
☑ ৬.৫ ব্যবসার নৈতিক গুরুত্ব (Moral Importance).....	43
☑ ৬.৬ ব্যবসার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব (Spiritual Importance)	43
☑ ৬.৭ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসার অবস্থান.....	44
☑ ৬.৮ কেন ব্যবসা ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি?	44
☑ ৬.৯ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ.....	45
7.1 আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: সুদের প্রভাব.....	45
7.2 ডিজিটাল ফাইন্যান্স: MFS, ফিনটেক ও সুদ.....	46
7.3 ইসলামিক ব্যাংকিং বনাম প্রচলিত ব্যাংকিং.....	46
7.4 আধুনিক ব্যবসা মডেল ও সুদমুক্ত বিকল্প.....	47
7.5 সুদ, দারিদ্র্য ও সমাজবিজ্ঞানী মতামত.....	48
7.6 ইসলামিক দৃষ্টিতে আধুনিক সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি	48
7.7 আমাদের করণীয়: সুদমুক্ত সমাজ গঠনে করণীয় পদক্ষেপ.....	48
7.8 উপসংহার (Chapter Summary)	49
8.1 রিবা বা সুদ: কুরআনের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা.....	49
8.2 হাদিসে রিবাব নিষেধাজ্ঞা	49
8.3 ফিকহি বিশ্লেষণ: চার মাজহাবের মতামত.....	50
8.4 আধুনিক ব্যাংকিং ও রিবা: শরিয়াহ বোর্ডের মতামত.....	50
8.5 সুদ ভিত্তিক ঋণের ক্ষতি: সামাজিক ও মানসিক দৃষ্টিকোণ.....	51
8.6 ব্যবসার নৈতিকতা (Business Ethics) ইসলামে	51
8.7 সুদ থেকে বাঁচার শরিয়াহসম্মত উপায়.....	52
8.8 রিবা বিষয়ক সমসাময়িক প্রশ্ন ও সমাধান.....	52
8.9 উপসংহার (Chapter Summary)	53
9.1 সুদমুক্ত অর্থনীতির মূল ধারণা.....	53
9.2 কেন সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রয়োজন? আধুনিক অর্থনৈতিক যুক্তি	53
9.3 বৈশ্বিক সফলতার উদাহরণ	54
9.4 বাংলাদেশে সুদমুক্ত অর্থনীতির সম্ভাবনা ও বাধা	54
9.5 সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রোডম্যাপ (Bangladesh Model)	55
9.6 সুদমুক্ত বিকল্প আর্থিক উপকরণ (Financial Instruments)	56
9.7 ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুদমুক্ত সমাজের উপকারিতা.....	56
9.8 গবেষণা-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান.....	57

9.9 উপসংহার (Chapter Summary)	57
10.1 আল-কাউসারে সুদ বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সারাংশ	57
10.2 আল-কাউসারে ব্যবসা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ	58
10.3 ইসলামিক ফিন্যান্স জার্নালের গবেষণা বিশ্লেষণ	59
10.4 আন্তর্জাতিক গবেষণা	60
10.5 তুলনামূলক আলোচনা	60
10.6 সমসাময়িক সমস্যার সমাধান	61
☒ অধ্যায় ১১: বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা ও সুদ—চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	61
11.1 বৈশ্বিক ব্যাংকিং সংকট	61
11.2 সুদভিত্তিক অর্থনীতির ব্যর্থতা	62
11.3 ইসলামী অর্থব্যবস্থার উত্থান	62
11.4 উন্নয়নশীল দেশে প্রভাব	63
11.5 বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট	64
11.6 হালাল ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	64
☒ অধ্যায় ১২: সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ	65
12.1 নীতি ও কৌশল (Policies & Strategies)	65
12.2 ব্যক্তিগত পর্যায়ে করণীয়	65
12.3 সামাজিক পর্যায়ে করণীয়	66
12.4 রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করণীয়	67
12.5 ইসলামি শিক্ষা ও গবেষণার ভূমিকা	67
☒ অধ্যায় ১৩: উপসংহার (Conclusion)	69
13.1 গবেষণার সারাংশ	69
13.2 প্রাপ্ত শিক্ষা (Key Findings)	70
13.3 সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব	70
13.4 মুসলিম সমাজের করণীয়	71

ব্যবসা ও সুদঃ ইসলামী দৃষ্টিকোন

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction)

- 1.1 গবেষণার প্রেক্ষাপট
 - 1.2 সমস্যার প্রকৃতি
 - 1.3 বিষয় নির্বাচনের কারণ
 - 1.4 গবেষণার উদ্দেশ্য
 - 1.5 গবেষণার সীমাবদ্ধতা
 - 1.6 গবেষণা পদ্ধতি
 - 1.7 পরবর্তী অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ
-

অধ্যায় ২: ব্যবসা ও সুদের মৌলিক ধারণা

- 2.1 ব্যবসার সংজ্ঞা
 - 2.2 সুদের সংজ্ঞা
 - 2.3 প্রচলিত অর্থনৈতিক সংজ্ঞা
 - 2.4 ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা
 - 2.5 ইসলামী দৃষ্টিতে সুদ (রিবা)
 - 2.6 সুদ ও ব্যবসার মৌলিক পার্থক্য
-

অধ্যায় ৩: কুরআন ও হাদীসে সুদের ব্যাখ্যা

- 3.1 কুরআনে সুদ নিষিদ্ধকরণের আয়াতসমূহ
 - 3.2 সূরা আল-বাকারা (২:২৭৫-২৭৯) বিশ্লেষণ
 - 3.3 রাসূল ﷺ-এর হাদীসসমূহে সুদের ব্যাখ্যা
 - 3.4 সাহাবা ও তাবেঈনদের ব্যাখ্যা
 - 3.5 ফিকহবিদদের সর্বসম্মত মতামত (ইজমা)
 - 3.6 সুদকে হারাম ঘোষণার শারঈ ভিত্তি
-

অধ্যায় ৪: সুদের প্রকারভেদ ও বাস্তব উদাহরণ

- 4.1 রিবা আন-নাসিয়া (ঋণ সুদ)
 - 4.2 রিবা আল-ফাদল (বিনিময় সুদ)
 - 4.3 আধুনিক ব্যাংকিংয়ে সুদের ধরণ
 - 4.4 সুদভিত্তিক লোনের ধরনের উদাহরণ
 - 4.5 ক্রেডিট কার্ড, ইএমআই ও আন্তর্জাতিক ঋণে সুদ
 - 4.6 সুদভিত্তিক অর্থনীতির বাস্তব ক্ষতি
-

অধ্যায় ৫: ব্যবসার প্রকারভেদ ও ইসলামের নির্দেশনা

- 5.1 ব্যবসার সাধারণ শ্রেণীবিভাগ
 - 5.2 হালাল ব্যবসা — শর্ত ও নীতিমালা
 - 5.3 হারাম ব্যবসা — ধরন ও শারঈ বিধান
 - 5.4 ব্যবসায় ন্যায্য লেনদেনের নিয়ম
 - 5.5 নবী ﷺ-এর ব্যবসায়িক জীবন
 - 5.6 সহীহ হাদীসে ব্যবসায়িক আদর্শ
-

অধ্যায় ৬: ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসার গুরুত্ব

- 6.1 অর্থনৈতিক গুরুত্ব
 - 6.2 সামাজিক গুরুত্ব
 - 6.3 নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব
 - 6.4 ব্যক্তিগত জীবনে হালাল উপার্জনের মর্যাদা
 - 6.5 আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উৎসাহ
 - 6.6 তাবেঈন ও ইমামদের দৃষ্টিভঙ্গি
-

অধ্যায় ৭: সুদ ও ব্যবসার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

- 7.1 ঝুঁকি (Risk) ও লাভ (Profit) ধারণা
- 7.2 সুদে ঝুঁকিহীন আয় বনাম ব্যবসায় ঝুঁকি
- 7.3 প্রচলিত ব্যাংক বনাম ইসলামী ব্যাংক
- 7.4 লাভ-ক্ষতির ভারসাম্য

- 7.5 বাস্তব উদাহরণ: সুদভিত্তিক ব্যাংক বনাম ইসলামী ব্যাংক
7.6 অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসার ভূমিকা
-

অধ্যায় ৮: সুদের ক্ষতি—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক

8.1 অর্থনৈতিক ক্ষতি:

- সম্পদ কেন্দ্রীভবন
- দারিদ্র্য বৃদ্ধি
- মুদ্রাস্ফীতি

8.2 সামাজিক ক্ষতি:

- অন্যায় লেনদেন
- সামাজিক টানাপোড়েন
- পরিবার ব্যবস্থায় অশান্তি

8.3 মানসিক ক্ষতি

8.4 রাষ্ট্রীয় ক্ষতি

8.5 ধর্মীয় ক্ষতি — আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভয়াবহতা (২:২৭৯)

অধ্যায় ৯: আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সুদমুক্ত বিকল্প

- 9.1 ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারণা
9.2 মূল নীতিমালা
9.3 মুদারাবাহ
9.4 মুশারাকাহ
9.5 মুরাবাহা
9.6 ইজারা
9.7 ওয়াকাল্লা
9.8 তাওয়ারুক
9.9 ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্স
9.10 বাস্তব সুবিধা
-

অধ্যায় ১০: সমকালীন গবেষণা—মাসিক আল-কাউসার ও অন্যান্য সূত্রের বিশ্লেষণ

- 10.1 আল-কাউসারে সুদ বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সারাংশ
 - 10.2 আল-কাউসারে ব্যবসা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ
 - 10.3 ইসলামিক ফিন্যান্স জার্নাল
 - 10.4 আন্তর্জাতিক গবেষণা
 - 10.5 তুলনামূলক আলোচনা
 - 10.6 সমসাময়িক সমস্যার সমাধান
-

অধ্যায় ১১: বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা ও সুদ—চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- 11.1 বৈশ্বিক ব্যাংকিং সংকট
 - 11.2 সুদভিত্তিক অর্থনীতির ব্যর্থতা
 - 11.3 ইসলামী অর্থব্যবস্থার উত্থান
 - 11.4 উন্নয়নশীল দেশে প্রভাব
 - 11.5 বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট
 - 11.6 হালাল ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
-

অধ্যায় ১২: সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ

- 12.1 নীতি ও কৌশল
 - 12.2 ব্যক্তিগত পর্যায়ে করণীয়
 - 12.3 সামাজিক পর্যায়ে করণীয়
 - 12.4 রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করণীয়
 - 12.5 ইসলামি শিক্ষা ও গবেষণার ভূমিকা
 - 12.6 বাস্তব পরিকল্পনা
-

অধ্যায় ১৩: উপসংহার (Conclusion)

- 13.1 গবেষণার সারাংশ
 - 13.2 প্রাপ্ত শিক্ষা
 - 13.3 সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব
 - 13.4 মুসলিম সমাজের করণীয়
-

তথ্যসূত্র (References)

- ☒ কুরআন ও তাফসীর
- ☒ সহীহ বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি
- ☒ মাসিক আল-কাউসার
- ☒ ইসলামিক ফিন্যান্স জার্নাল
- ☒ গবেষণা নিবন্ধ
- ☒ ওয়েবসাইট রেফারেন্স (ইসলামিক রিসার্চ সাইট)

অধ্যায়-১: ভূমিকা (Introduction)

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

মানবসভ্যতার অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যবসা একটি প্রধান চালিকাশক্তি। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণ, সামাজিক বিনিময়, উৎপাদন ও বাণিজ্যের উপর নির্ভর করেছে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, পণ্যের উৎপাদন বাড়ে, জীবনমান উন্নত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। অপরদিকে, সুদ এমন একটি আর্থিক প্রথা যা যুগে যুগে সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়েছে। আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি আজ সুদকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে—ব্যাংকিং ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সরকারি ঋণ, ভোক্তা ঋণ, ক্রেডিট কার্ড—প্রায় সব ক্ষেত্রেই সুদের আধিপত্য দেখা যায়।

ইসলামী শরীয়াহ ব্যবসাকে পবিত্র, কল্যাণকর ও হালাল উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে প্রস্তাব করেছে; আর সুদকে ঘোষণা করেছে সম্পূর্ণভাবে হারাম। কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুদকে “আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ” হিসেবে ঘোষণা করেছেন (সূরা আল-বাকারা ২:২৭৯), যা সুদের ভয়াবহতা কত গভীর তা নির্দেশ করে। এই দ্বৈত অবস্থান—ব্যবসার প্রতি উৎসাহ ও সুদের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা—সমাজে ন্যায্যভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

বর্তমান সময়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে মানুষ হালাল উপার্জন, সুদমুক্ত লেনদেন ও শরীয়াহসম্মত ব্যবসায় অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছে। এই গবেষণাপত্রের লক্ষ্য হলো—ব্যবসা ও সুদের মৌলিক ধারণা, কুরআন ও হাদীসের আলোচনায় সুদের নিষেধাজ্ঞা, ব্যবসার বৈধতা, আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সুদের প্রভাব এবং সুদমুক্ত বিকল্প পদ্ধতির বিশ্লেষণ।

১.২ সমস্যার প্রকৃতি

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদনির্ভর। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায়িক, রাষ্ট্রীয়—সব পর্যায়ে কোনো না কোনোভাবে সুদের প্রভাব রয়েছে। এর ক্ষতিকর দিকগুলো হলো—

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি
- সম্পদের কেন্দ্রীভবন

- মুদ্রাস্ফীতি
- ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য
- সামাজিক শোষণ
- পরিবার ও সমাজ কাঠামোর অস্থিরতা

অপরদিকে, ব্যবসায় প্রতারণা, অস্বচ্ছতা, অনৈতিক প্রতিযোগিতা, নকল পণ্য, চট্টগ্রাম-ঋণ, মূল্যবৃদ্ধির কারসাজি—এসবও সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল-হারামের সীমারেখা বজায় রেখে সং ব্যবসা করা একটি ইবাদত; কিন্তু নতুন প্রজন্ম অনেক সময় ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক দিকগুলো জানে না।

এ অবস্থায় সুদ ও ব্যবসার সঠিক ইসলামী ধারণা সমাজে প্রচার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই থিসিসে সেই জটিল বাস্তবতা পরিষ্কার করা হবে।

১.৩ বিষয় নির্বাচনের কারণ

এই গবেষণার বিষয়—“ব্যবসা ও সুদ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ”—নির্বাচনের কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে:

১. ইসলামী অর্থনীতির প্রসার

ইসলামী ব্যাংকিং, মুদারাবাহ, মুশারাকাহ, তাওয়ারুক—এসবের প্রসার বাড়ছে। এগুলোর ভিত্তি বুঝতে হলে সুদ ও ব্যবসার মূলনীতি জানা জরুরি।

২. সমাজে সুদের ব্যাপকতা

সুদ এখন শিক্ষা ঋণ, গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ, কৃষিঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ—সবখানেই।

৩. হালাল উপার্জন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

অনেক মুসলিম ব্যবসায়ী ও কর্মজীবী জানতে চান—তাদের ব্যবসা বা ব্যাংকিং পদ্ধতি হালাল নাকি হারাম।

৪. গবেষণা ঘাটতি

বাংলায় সুদ-বিজনেস বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ থাকলেও থিসিসধর্মী (১০০-১৫০ পৃষ্ঠা) গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম।

৫. সমাজ সংস্কার

সুদমুক্ত, ন্যায্য ও কল্যাণভিত্তিক অর্থনীতি গঠন করতে হলে ইসলামের মৌলিক অর্থনৈতিক সিস্টেম বুঝতে হবে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো—

১. ব্যবসা ও সুদের মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করা।
২. ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা।
৩. কুরআন ও হাদীসের আলোচনায় সুদের ভয়াবহতা তুলে ধরা।
৪. ব্যবসার গুরুত্ব ও হালাল উপার্জনের মর্যাদা ব্যাখ্যা।
৫. আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সুদের প্রভাব চিহ্নিত করা।
৬. ইসলামী ব্যাংকিংয়ের শরীয়াহসম্মত পদ্ধতি বিশ্লেষণ।
৭. সুদ ও ব্যবসার তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন।
৮. সুদমুক্ত সমাজ নির্মাণে করণীয় নির্দেশনা প্রদান।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. সব দেশের অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।
 ২. অনেক ইসলামি গবেষণা আরবি ভাষাভিত্তিক—সবগুলো সরাসরি দেখা হয়নি, কিছু অনুবাদ নির্ভর।
 ৩. সুদ সম্পর্কিত কিছু সমসাময়িক তথ্য সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
 ৪. বাংলাদেশি প্রেক্ষাপট সমৃদ্ধ হলেও আন্তর্জাতিক তুলনা সীমিত।
- তবে এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও থিসিসটি যথাসম্ভব নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হবে।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

এই গবেষণায় নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে—

১. প্রাথমিক (Primary) সূত্র

- পবিত্র কুরআন
- সহীহ হাদীস
- চার মাযহাবের ফিকহ গ্রন্থ
- ইসলামি শরীয়াহ বোর্ডের নির্দেশনা

২. গৌণ (Secondary) সূত্র

- মাসিক আল-কাউসারের প্রবন্ধসমূহ

- ইসলামিক রিসার্চ ওয়েবসাইট
- আন্তর্জাতিক জার্নাল অফ ইসলামিক ফিন্যান্স
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের থিসিস ও গবেষণাপত্র
- প্রচলিত অর্থনীতির বই
- অনলাইন গবেষণা নিবন্ধ

৩. বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি

সুদ	বনাম	ব্যবসার	তুলনামূলক	বিশ্লেষণ
ইতিহাস,	যুক্তি	ও	পরিসংখ্যান	ব্যবহার
ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগযোগ্যতা মূল্যায়ন				

৪. গুণগত (Qualitative) গবেষণা

প্রচলিত	ব্যাংকিং	ও	ইসলামী	ব্যাংকিং	তুলনা
কেস					স্টাডি
বাস্তব উদাহরণ					

১.৭ পরবর্তী অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

অধ্যায়-২ এ ব্যবসা ও সুদের মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করা হবে।
অধ্যায়-৩ তে কুরআন-হাদীসে সুদ নিষিদ্ধকরণের বিস্তারিত প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে।

অধ্যায়-৪	তে	সুদের	প্রকারভেদ	ও	বাস্তব	উদাহরণ।
অধ্যায়-৫	তে	ব্যবসার	ধরন	ও	হালাল	ব্যবসার নীতিমালা।
অধ্যায়-৬	তে	ইসলামী	অর্থনীতিতে	ব্যবসার	গুরুত্ব।	
অধ্যায়-৭	তে	সুদ	বনাম	ব্যবসার	তুলনামূলক	বিশ্লেষণ।
অধ্যায়-৮	তে	সুদের	অর্থনৈতিক,	সামাজিক	ও	ধর্মীয় ক্ষতি।
অধ্যায়-৯	তে	সুদমুক্ত	বিকল্প	অর্থ ব্যবস্থা	(ইসলামী	ব্যাংকিং)।
অধ্যায়-১০	এ	আল-কাউসারসহ	বিভিন্ন	গবেষণার	বিশ্লেষণ।	
অধ্যায়-১১	এ	বর্তমান	বিশ্বের	চ্যালেঞ্জ	আলোচনা।	
অধ্যায়-১২	এ	সুদমুক্ত	সমাজ	গঠনের	করণীয়।	
অধ্যায়-১৩	এ	সার্বিক	উপসংহার।			

☑ অধ্যায়-২: ব্যবসা ও সুদের মৌলিক ধারণা

২.১ ব্যবসার সংজ্ঞা

ব্যবসা (Business) অর্থ হলো—
মানুষের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, বিতরণ এবং
বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ অর্জনের সংগঠিত কার্যক্রম।

ব্যবসার মূল উপাদানসমূহ—

1. উৎপাদন বা সেবা প্রদান
2. ঝুঁকি গ্রহণ
3. বিনিয়োগ
4. স্বচ্ছ লেনদেন
5. লাভ অর্জন

ইসলামী দৃষ্টিতে ব্যবসা কেবল লাভের উৎস নয়, বরং এটি একটি ইবাদতও, যদি তা
হালাল, নৈতিক, প্রতারণামুক্ত ও শরীয়াহসম্মত হয়।

২.২ সুদের সংজ্ঞা

সুদ (Interest/Riba) হলো—
ধারকৃত টাকার নির্দিষ্ট সময় পর পূর্বনির্ধারিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা।
ইসলামী শরীয়াহর টার্মে রিবা।

সুদের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য:

- লাভ ঝুঁকিমুক্ত
- হার আগেই নির্ধারিত
- ঋণগ্রহীতার ওপর অমানবিক চাপ

ইসলামে রিবা সর্বসম্মতভাবে হারাম।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন:

“রিবা হলো যেকোনো অতিরিক্ত অর্থ, যা মূলধনের উপর শর্তসাপেক্ষে নেওয়া হয়।”

২.৩ প্রচলিত অর্থনৈতিক সংজ্ঞা

অর্থনীতি অনুযায়ী—

“Interest is the price paid for the use of borrowed money.”

অর্থাৎ, অর্থ ব্যবহারের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তা হলো সুদ। কিন্তু اسلامی অর্থব্যবস্থায় “মূল্য” হিসেবে সুদ গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এটি বাজারকে অস্থির করে এবং ধনী-গরিবের বৈষম্য বাড়ায়।

২.৪ ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসার ধারণা

ইসলামী শরীয়াহ ব্যবসাকে একটি সৎ, বৈধ ও কল্যাণকর কর্ম হিসাবে বিবেচনা করে। এখানে ব্যবসার বৈধতা নির্ভর করে—

- সততা
- স্বচ্ছতা
- ন্যায্য মূল্য
- প্রতারণামুক্ত লেনদেন
- পরিমিত লাভ
- মানুষের কল্যাণে অবদান

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আল্লাহ ব্যবসা Halal করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।”

—সূরা আল-বাকারা: ২:২৭৫

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসার উদ্দেশ্য—
লাভ + ন্যায্য + সমাজকল্যাণ।

২.৫ ইসলামী দৃষ্টিতে সুদ (রিবা)

ইসলামে রিবার (সুদ) নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত ও সর্বজনীন।

রিবা মানে কী?

আরবিতে “রিবা” অর্থ—বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, বৃদ্ধি পাওয়া।
ইসলামী শরীয়তে “রিবা” বলতে বোঝায়—

যেকোনো ধরনের অতিরিক্ত অর্থ, যা ঋণ বা পণ্য বিনিময়ের বিনিময়ে নেওয়া হয়।

রিবার নিষেধাজ্ঞার শক্তিশালী প্রমাণ:

- সূরা আল-বাকারা ২:২৭৫–২৭৯
- সূরা আল ইমরান ৩:১৩০

- সূরা আন-নিসা ৪:১৬১
- সহীহ বুখারি ও মুসলিমের হাদীসসমূহ

একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস:

“সুদ খাওয়া, খাওয়ানো, লিপিবদ্ধ করা ও সাক্ষী হওয়া—সবাই পাপের দিক থেকে সমান।”

—মুসলিম

এ থেকে বোঝা যায়, সুদ সমাজকে সামগ্রিকভাবে কলুষিত করে।

২.৬ সুদ ও ব্যবসার মৌলিক পার্থক্য

বিষয়	ব্যবসা	সুদ
ঝুঁকি	ঝুঁকি আছে—Loss/Profit কোনো ঝুঁকি নেই	
সম্পদ সৃষ্টি	নতুন মূল্য সৃষ্টি করে	সম্পদ শোষণ করে
ধর্মীয় শাসন	হালাল	হারাম
সামাজিক প্রভাব	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	দারিদ্র্য বৃদ্ধি
নৈতিকতা	ন্যায়, সততা	শোষণ
অর্থনৈতিক ফলাফল	উৎপাদন বৃদ্ধি	মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ কারণ এটি অন্যায়, শোষণমূলক, এবং সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে।

২.৭ ব্যবসার বৈশিষ্ট্য: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

☑ ১. সততা (Honesty)

নবী ﷺ বলেছেন:

“সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে থাকবে।”

☑ ২. স্বচ্ছতা (Transparency)

ইসলাম প্রতারণা নিষিদ্ধ করেছে।

এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন—

“যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”

☑ ৩. পরিমিত লাভ

অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া, কারসাজি করা—হারাম।

☑ ৪. দ্বিপাক্ষিক সন্তুষ্টি

উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি থাকা বাধ্যতামূলক।

☑ ৫. শরীয়াহসম্মত পণ্য

হারাম পণ্য ব্যবসা করা বৈধ নয়। যেমন—
পর্ন ম্যাটেরিয়াল, মদ, জুয়া, শূকর, সুদভিত্তিক ডকুমেন্ট ইত্যাদি।

২.৮ সুদভিত্তিক লেনদেনের ধারাবাহিক ক্ষতিকর প্রভাব

অর্থনৈতিক ক্ষতি:

- দারিদ্র্য বাড়ে
- মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি
- সম্পদ মাত্র কয়েকজনের হাতে জমা হয়
- উৎপাদন কমে

সামাজিক ক্ষতি:

- সুদগ্রহীতার পরিবারে অশান্তি
- সমাজে শ্রেণীবৈষম্য
- ঈমান দুর্বলতা

মানসিক ক্ষতি:

- ঋণের চাপ
- হতাশা
- মানসিক অস্থিরতা

২.৯ ইসলামী দৃষ্টিতে হালাল উপার্জনের মর্যাদা

ইসলামে হালাল উপার্জনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বলা হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

“হালাল উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”

হালাল ব্যবসার মাধ্যমে—

- নৈতিক মান উন্নত হয়
- পরিবারে বরকত আসে

- রিজিক পবিত্র হয়
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়

২.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে সুদ ও ব্যবসার মৌলিক ধারণা, ইসলামী ব্যাখ্যা, পার্থক্য, সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাবসহ সব ভিত্তি উপস্থাপন করা হলো। পরবর্তী অধ্যায়গুলো এই ভিত্তির ওপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নির্মাণ করবে।

☒ অধ্যায়-৩: কুরআন ও হাদীসে সুদের ব্যাখ্যা

৩.১ ভূমিকা

সুদ (রিবা) হলো ইসলামী শরীয়াহর অন্যতম নিষিদ্ধ বিষয়। কুরআন ও হাদীসে রিবার প্রতি সবচেয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। আরব সমাজে ইসলাম পূর্বেই সুদের প্রচলন ছিল—ঋণ নিলে সময়ের সাথে সাথে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ সুদ ধার্য করা হতো। ইসলাম এই অমানবিক, শোষণমূলক প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়। এই অধ্যায়ে কুরআনের আয়াতসমূহ, রাসূল ﷺ-এর হাদীস এবং প্রথম যুগের ফিকহবিদদের ব্যাখ্যা বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

☒ ৩.২ কুরআনে সুদ নিষিদ্ধকরণের আয়াতসমূহ

ইসলামের ইতিহাসে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়েছে—যেমন মদের নিষিদ্ধকরণের ধাপ ছিল—তেমনই সুদের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে কঠোর বিধান এসেছে।

১ম ধাপ: সুদকে অন্যায়ে সম্পদ হিসেবে উল্লেখ

সূরা আর-রুম ৩০:৩৯

“লোকদের সম্পদ বাড়ানোর জন্য তোমরা যা সুদ দিয়ে থাক, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না...”

২য় ধাপ: সুদ গ্রহণের নিকটবর্তী হওয়া নিষিদ্ধ

সূরা আন-নিসা ৪:১৬১

“তারা সুদ গ্রহণ করত—যদিও তা তাদের জন্য হারাম ঘোষিত ছিল...”

৩য় ধাপ: সুদের উপর কঠোর নিন্দা

সূরা আলে-ইমরান ৩:১৩০

“হে মুমিনগণ! দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না...”

☑ ৪র্থ ধাপ: পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা (চূড়ান্ত ঘোষণা)

সূরা

আল-বাকার

২:২৭৫-২৭৯

এটি সুদ সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্তারিত ও চূড়ান্ত আয়াত।

২:২৭৫

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন...”

২:২৭৮

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ করো...”

☑ ২:২৭৯ – সবচেয়ে কঠোর ঘোষণা

“যদি তোমরা সুদ ত্যাগ না করো, তবে জেনে নাও—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তোমাদের বিরুদ্ধে।”

এ আয়াত ইসলামে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য কঠোরতা নির্দেশ করে। কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে কুরআনে এমন ভাষা খুব কমই এসেছে।

☑ ৩.৩ কুরআনের আলোকে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

১. মানুষের শোষণ প্রতিরোধ
২. সম্পদের স্বাভাবিক বণ্টন বজায় রাখা
৩. অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা
৪. সমাজে নৈতিকতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি
৫. দারিদ্র্য ও ঋণফাঁদের চক্র প্রতিরোধ

ইসলামে সম্পদ সৃষ্টি উৎপাদনভিত্তিক হওয়া উচিত—রিবা মুনাফাকে কৃত্রিমভাবে বাড়ায়।

☑ ৩.৪ হাদীসে সুদের ভয়াবহতা

রাসূল ﷺ সুদকে সবচেয়ে বড় সামাজিক ও ধর্মীয় অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

☑ ১. সুদের সাত ভয়াবহ গুনাহ

সহীহ বুখারি ও মুসলিম

“সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো...
(এর মধ্যে আছে) রিবা গ্রহণ করা।”

☑ ২. সুদগ্রহীতা, প্রদানকারী, লেখক ও সাক্ষী—সবাই পাপী

মুসলিম

“সুদের খাদক, খাওয়ানেওয়ালা, লেখক ও সাক্ষী—তাদের সবাইকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন: এরা গুনাহে সমান।”

☑ ৩. সুদ খাওয়ার শাস্তি: নরকে ভয়াবহ আজাব

হাদীস:	মিরাজের	ঘটনা	(তিরমিজি)
শাস্তির	দৃশ্য	বর্ণিত	হয়েছে—

একদল লোক যাদের পেট বিশাল, তাতে সাপ-বিছেরা—এরা ছিল সুদখোর।

☑ ৪. সামান্য সুদও ভয়াবহ গুনাহ

ইবনে মাজাহ

“এক দিরহাম সুদ খাওয়া—ব্যভিচারের ছত্রিশবার করার চেয়েও বড় গুনাহ।”

(এই হাদীসের সনদ নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে, তবে অর্থের দিক থেকে বহু সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত।)

☑ ৩.৫ সুদের প্রকারভেদ: কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক

ইসলামে মূলত দুটি ধরনের রিবা রয়েছে—

১. রিবা আন-নাসিয়া (ঋণ সুদ)

- সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া
- আধুনিক ব্যাংকের সুদ এই শ্রেণীতে পড়ে
- সবচেয়ে কঠোরভাবে হারাম

২. রিবা আল-ফাদল (বিনিময় সুদ)

একই ধরনের পণ্য (সোনা-সোনা / গম-গম) অসম পরিমাণে বিনিময়।

হাদীসে ছয়টি জিনিসের নাম এসেছে—

- সোনা
- রূপা
- গম
- যব

- খেজুর
- লবণ

এগুলোতে ‘সমান-সমান, হাতেহাতে’ লেনদেন করতে হবে।

☒ ৩.৬ সাহাবা ও তাবেরঈনদের ব্যাখ্যা

সাহাবাদের মধ্যে রিবা বিষয়ে শিথিলতার কোনও মত পাওয়া যায় না।
প্রধান ব্যাখ্যাগুলো—

১. উমর (রা.)

তিনি বলেন—

“রিবার বিষয়টি অনেক সূক্ষ্ম। তোমরা সন্দেহজনক কোনো লেনদেনেও যেন না পড়ো।”

২. ইবনে আব্বাস (রা.)

“মূলধনের উপর অতিরিক্ত যেকোনো অর্থই রিবা।”

৩. ইমাম মালেক, শাফঈ, আহমদ, আবু হানিফা

চার ইমামই সুদ নিষিদ্ধে সর্বসম্মত।

☒ ৩.৭ সুদ নিষিদ্ধের শারঈ ভিত্তি (Islamic Legal Foundation)

ইসলামী শরীয়াহর পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য (মাকাসিদ)—

১. ধর্ম রক্ষা
২. জীবন রক্ষা
৩. বংশ রক্ষা
৪. সম্পদ রক্ষা
৫. মানসম্মান রক্ষা

রিবা সম্পদ ধ্বংস করে, ফলে মাকাসিদুল শরীয়াহর চতুর্থ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যায়।
তাই শরীয়াহ সুদকে হারাম করেছে।

☒ ৩.৮ ইসলামী ফিকহে সুদের বিধান

ফরজ: সুদ থেকে বেঁচে থাকা

হারাম: সুদ গ্রহণ, প্রদান, লেনদেন, চুক্তি, স্বাক্ষর হওয়া

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

“রিবা এতটাই ভয়াবহ যে, এর সাথে সামান্য সম্পৃক্ততাও গুরুতর গুনাহ।”

☒ ৩.৯ আধুনিক সুদের উদাহরণ ও ইসলামী ব্যাখ্যা

☒ ১. ব্যাংক লোন

ঋণ নিয়ে নির্দিষ্ট হারে সুদ ফেরত দেওয়া—
স্পষ্ট হারাম।

☒ ২. ক্রেডিট কার্ড সুদ

মাস শেষে পরিশোধ না করলে যে surcharge—
রিবা আন-নাসিয়া।

☒ ৩. ইএমআই (কিস্তি) সুদ

মূল্য + সুদ = হারাম
তবে মুরাবাহা পদ্ধতিতে নির্ধারিত “ফিক্সড মূল্য” বৈধ।

☒ ৪. বীমা (Insurance)-এ রিবা

বেশিরভাগ conventional বীমায় রিবা + ঘারার (অনিশ্চয়তা) থাকে।

☒ ৩.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে কুরআন-হাদীসের আলোকে সুদের (রিবা) ভয়াবহতা, নিষিদ্ধতার শারঈ ভিত্তি, প্রকারভেদ, সাহাবা ও ফিকহবিদদের মতামত এবং আধুনিক উদাহরণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণার কারণ—মানুষের শোষণ প্রতিরোধ, অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

☒ অধ্যায়-৪: সুদের প্রকারভেদ ও বাস্তব উদাহরণ

৪.১ ভূমিকা

ইসলামে সুদ (রিবা) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে সুদ সবসময় একই রূপে থাকে না; বরং বিভিন্ন পরিস্থিতি, লেনদেন, পণ্য, সম্পদ ও সময়ের ভিত্তিতে সুদের ধরন পরিবর্তিত হয়।

রিবা কখনো ঋণের বিনিময়ে, কখনো পণ্য বিনিময়ে, কখনো চুক্তির মাধ্যমে, আবার কখনো লুকায়িত আকারে আসে।

এই অধ্যায়ে রিবার দুই প্রধান ধরণ, তাদের উপধরণ, শারঈ ব্যাখ্যা এবং আধুনিক অর্থনীতিতে বাস্তব উদাহরণ বিশ্লেষণ করা হলো।

☒ ৪.২ রিবার প্রধান দুই প্রকার

ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী রিবা দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

☒ ১. রিবা আন-নাসিয়া (ঋণ সুদ)

☒ ২. রিবা আল-ফাদল (বিনিময় সুদ)

এই দুই প্রকারের শারঈ ব্যাখ্যা, হাদীস, উদাহরণ ও প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো।

☒ ৪.৩ রিবা আন-নাসিয়া (ঋণ সুদ)

৪.৩.১ সংজ্ঞা

মূলধনের উপর সময়ের বিনিময়ে যেকোনো “অতিরিক্ত অর্থ” গ্রহণ করা।

যেমন—১০,০০০ টাকা ঋণ দিলে ১২,০০০ টাকা ফেরত নেওয়া।

এটি ইসলামে সবচেয়ে কঠোরভাবে হারাম।

৪.৩.২ হাদীস ভিত্তিক ব্যাখ্যা

নবী ﷺ বলেছেন:

“যে ঋণ প্রতিদানে বৃদ্ধি নেয়—এটি রিবার অন্তর্ভুক্ত।”

—(বাইহাকি)

ঋণ লেনদেনে সময় বাড়ানোর বদলে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া আরব সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইসলাম এটিকে সম্পূর্ণ বাতিল করেছে।

৪.৩.৩ আধুনিক উদাহরণসমূহ

☒ ১. ব্যাংক লেনের সুদ

ব্যক্তিগত ঋণ, হাউজ লোন, কার লোন, ব্যবসায়িক লোন—সবগুলোতেই “Annual Interest Rate” থাকে।

এটি রিবা আন-নাসিয়ার সর্বাধিক প্রচলিত রূপ।

☒ ২. ক্রেডিট কার্ড সুদ

ব্যবহারের শেষ তারিখে পরিশোধ না করলে যে surcharge / penalty—এটিও স্পষ্ট রিবা।

☒ ৩. এনজিও/মাইক্রোফাইন্যান্স সুদ

গ্রামীণ ব্যাংক, এনজিও ঋণ, কিস্তিভিত্তিক দান—বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুদ যুক্ত থাকে।

☒ ৪. ছাত্র ঋণ (Student Loan)

শিক্ষা ঋণেও interest rate থাকে। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী এও রিবা।

☒ ৫. সরকারি ঋণ

সরকারি বন্ডে ৬%, ৭% ইত্যাদি সুদ নির্ধারিত থাকে।

☒ ৬. পণ্য কেনার সময় কিস্তির সুদ

মূল্য	৫০,০০০	টাকা
কিস্তিতে	৬০,০০০	টাকা

অতিরিক্ত ১০,০০০—এটি সুদ।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এটি “মুরাবাহা মূল্য” হলে বৈধ, কিন্তু “মূল্য + সুদ” হলে হারাম।

☒ ৪.৪ রিবা আল-ফাদল (বিনিময় সুদ)

৪.৪.১ সংজ্ঞা

সমজাতীয় পণ্য অসম পরিমাণে বিনিময় করলে অতিরিক্ত যা পাওয়া যায়—তা রিবা আল-ফাদল।

এটি “ব্যবসার নামে লুকায়িত সুদ”।

৪.৪.২ যে ছয়টি জিনিসে রিবা আল-ফাদল প্রযোজ্য

হাদীসে এসেছে—

নবী ﷺ বলেছেন:

“সোনা-সোনা, রূপা-রূপা, গম-গম, যব-যব, খেজুর-খেজুর ও লবণ-লবণ—এসব সমান-সমান, হাতেহাতে দাও।”

—মুসলিম

অর্থ:

- পরিমাণ সমান হতে হবে।
- আদান-প্রদান তাৎক্ষণিক (spot trade) হতে হবে।

- অতিরিক্ত দিলে রিবা হবে।

৪.৪.৩ আধুনিক বাস্তব উদাহরণ

☒ ১. স্বর্ণ/রূপার বিনিময়ে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া

১০ গ্রাম সোনা দিয়ে ১২ গ্রাম সোনা নেওয়া—
রিবা আল-ফাদল।

☒ ২. পণ্যের বিনিময় ‘বদলা সিস্টেমে’ অতিরিক্ত নেওয়া

যেমন—এক কেজি খেজুর দিয়ে দেড় কেজি খেজুর নেওয়া।
হাদীস অনুযায়ী এটি হারাম।

☒ ৩. ফরেক্স ট্রেডিংয়ে সুদ

কারেন্সি exchange যদি spot না হয়—
অর্থাৎ বিলম্বিত settlement—
তাহলে রিবা জড়িয়ে যায়।

☒ ৪. ব্যাংক স্বর্ণ বিক্রি করে কিন্তু ডেলিভারি বিলম্বিত করে

যদি অর্থ আজ পরিশোধ করেও সোনা পরে পাওয়া যায়—
এটিও রিবার কারণ হতে পারে।

☒ ৪.৫ রিবার অন্যান্য শাখা

☒ ৪.৫.১ রিবা আল-কুরুদ (ঋণ দেওয়ার সময়ে শর্তসাপেক্ষ লাভ)

যেমন—

ঋণ	দিলে	শর্ত	করা—
“আমার	গাড়ি	ব্যবহার	করবে”,
“আমার	দোকানে	কেনাকাটা	করবে”,
“আমাকে	বোনাস		দেবে”—

এসবই সুদ।

☒ ৪.৫.২ রিবা আল-যুহর (প্রহসনমূলক রিবা)

চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসা দেখিয়ে সুদ আদায় করা।
যেমন—

মুদারাবাহ নাম দিয়ে নির্দিষ্ট সুদ দেওয়া।

☑ ৪.৫.৩ কৃত্রিম বৃদ্ধি (Hidden Interest)

মূলধন একই রেখে অতিরিক্ত চার্জ বসানো—
Late fee, penalty, compulsory service charge—
এসবকে উলামারা রিবা শাখায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

☑ ৪.৬ কেন ইসলাম রিবা দুই প্রকারই হারাম করেছে?

☑ ১. শোষণ

ঋণগ্রহীতার উপর দীর্ঘমেয়াদী চাপ।

☑ ২. সম্পদের কেন্দ্রীভবন

ধনী আরও ধনী হয়, দরিদ্র আরও দরিদ্র।

☑ ৩. মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি

Interest-driven economy সবসময় পণ্যের দাম বাড়ায়।

☑ ৪. বাস্তব উৎপাদন কমে যাওয়া

ব্যবসায় ঝুঁকি থাকে—সুদে কোনো ঝুঁকি নেই।
ফলে উৎপাদন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

☑ ৫. সমাজে অন্যায় বিস্তার

ধনীরা সুদ খেয়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

☑ ৪.৭ রিবা বনাম বৈধ লাভ (Profit) — ভুল ধারণা দূরীকরণ

অনেকে মনে করেন—
“লাভ তো বৃদ্ধি, তাহলে লাভও কি রিবা?”
না—

ইসলামে ব্যবসায়িক লাভ বৈধ। কারণ—

বিষয় রিবা লাভ

ঝুঁকি নেই আছে

শ্রম নেই আছে

সময় সুযোগসন্ধানী ব্যবসায় নিয়োজিত

ন্যায্যতা শোষণমূলক উভয় পক্ষ সম্মত

বিষয়	রিবা	লাভ
উৎপাদন কন্মায়		বাড়ায়
ইসলাম হারাম		হালাল

☑ ৪.৮ বাস্তব কেস স্টাডি

☑ উদাহরণ-১: সুদভিত্তিক ব্যাংক ঋণ

একজন ব্যক্তি ৫ লাখ টাকা ঋণ নিচ্ছে, বছরে ১২% সুদ। ৩ বছরে তাকে পরিশোধ করতে হচ্ছে প্রায় ৭.২ লাখ টাকা। অর্থাৎ ২.২ লাখ টাকা খাঁটি সুদ।

☑ উদাহরণ-২: ‘০% ইএমআই’ প্রতারণা

অনেক দোকানে লিখে—“০% সুদে কিস্তি।” কিন্তু পণ্যের মূল দাম আগেই বাড়ানো হয়। এটিও লুকায়িত রিবা।

☑ উদাহরণ-৩: কৃষি ঋণে সুদ

কৃষকরা ঋণের বদলে দ্বিগুণ ফসল দিয়ে ঋণ মেটাতে বাধ্য হয়। এটিও রিবা আন-নাসিয়া।

☑ ৪.৯ রিবাবিরুদ্ধে ইসলামের নীতি

১. উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতি
২. ঝুঁকি-ভাগাভাগি (Risk sharing)
৩. মুদারাবাহ-মুশারাকাহ মডেল
৪. পণ্যভিত্তিক ব্যবসা
৫. শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত লেনদেন

☑ ৪.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে রিবাবিরুদ্ধে দুই প্রধান ধরন—
 রিবা আন-নাসিয়া ও রিবা আল-ফাদল—
 বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হলো।
 এর শারঈ ভিত্তি, হাদীস, আধুনিক রূপ, লুকায়িত সুদ, বাস্তব উদাহরণসহ দেখানো

হয়েছে—

ইসলামে কেন সুদকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রিবা সমাজকে ধ্বংস করে; পক্ষান্তরে বৈধ ব্যবসা সমাজকে উন্নত করে।

☑ অধ্যায়-৫: ব্যবসার প্রকারভেদ ও ইসলামের নির্দেশনা

৫.১ ভূমিকা

ব্যবসা মানবজীবনের একটি মৌলিক, স্বাভাবিক ও বৈধ উপার্জনের উপায়। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে মানুষ ব্যবসার মাধ্যমে প্রয়োজন পূরণ করেছে, সমাজের উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইসলামী শরীয়াহ ব্যবসাকে শুধু বৈধই করেনি, বরং উৎসাহিত করেছে।

অপরদিকে, ইসলাম ব্যবসাকে নৈতিকতা, সততা, স্বচ্ছতা ও ঈমানের সাথে গভীরভাবে যুক্ত বলে বিবেচনা করে। এই অধ্যায়ে ব্যবসার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বৈধ-অবৈধ ব্যবসার সীমারেখা, নবী ﷺ-এর ব্যবসায়িক চরিত্র এবং ইসলামের মৌলিক ব্যবসায়িক নীতিমালা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☑ ৫.২ ব্যবসার সংজ্ঞা (Business Definition)

ইসলামী দৃষ্টিতে ব্যবসা হলো—

“হালাল উপায়ে পণ্য বা সেবা উৎপাদন, বিনিময়, ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেনের মাধ্যমে কল্যাণকর লাভ অর্জনের সংগঠিত ব্যবস্থা।”

এখানে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণঃ

1. হালাল পণ্য/সেবা
2. স্বচ্ছ ও ন্যায্য লেনদেন
3. সৎ উদ্দেশ্যে বৈধ মুনাফা

☒ ৫.৩ ব্যবসার সাধারণ প্রকারভেদ

ব্যবসাকে বিভিন্ন মানদণ্ডে ভাগ করা যায়—

☒ ৫.৩.১ উৎপাদনভিত্তিক ব্যবসা (Manufacturing Business)

যেখানে কাঁচামাল → পণ্য রূপান্তর করা হয়।
যেমনঃ

- গার্মেন্টস
- ফ্যাক্টরি / মেশিনারিজ
- খাদ্য উৎপাদন

☒ ৫.৩.২ বাণিজ্যিক ব্যবসা (Trading Business)

পণ্য ক্রয় করে বিক্রি করা।
যেমনঃ

- পাইকারি ও খুচরা দোকান
- ই-কমার্স
- আমদানি-রপ্তানি

☒ ৫.৩.৩ সেবা প্রদানকারী ব্যবসা (Service Business)

যেমনঃ

- হাসপাতাল
- পরিবহন
- IT services
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

☒ ৫.৩.৪ আর্থিক ব্যবসা (Financial Business)

- ব্যাংক
 - মাইক্রোক্রেডিট
 - ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি
- ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী এ ব্যবসায় সুদ-ঘারার (অনিশ্চয়তা) না থাকা জরুরি।

☒ ৫.৪ ইসলামি দৃষ্টিতে ব্যবসার প্রকারভেদ

ইসলাম ব্যবসাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে—

☒ ১. হালাল ব্যবসা (Permissible Trade)

☒ ২. হারাম ব্যবসা (Forbidden Trade)

☒ ৫.৫ হালাল ব্যবসা — শর্ত ও নীতিমালা

ইসলাম ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছে, তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে।

☒ ৫.৫.১ পণ্য/সেবা হালাল হতে হবে

হারাম	পণ্যের	ব্যবসা	সম্পূর্ণ	নিষিদ্ধ।
যেমন—				

- মদ
- শূকর
- জুয়া
- পর্নগ্রাফি
- সুদভিত্তিক ডকুমেন্ট
- চুরি/ছিনতাই করা পণ্য

☒ ৫.৫.২ লেনদেন স্বচ্ছ (Transparency) হতে হবে

নবী ﷺ বলেছেন—

“দুই পক্ষ যদি সত্যবাদী ও স্পষ্ট ব্যাখ্যাদানকারী হয়, তাদের ব্যবসায় বরকত হয়।”

—বুখারি

☒ ৫.৫.৩ প্রতারণা নিষিদ্ধ

“যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

—মুসলিম

এর মধ্যে আছে—

- নকল পণ্যকে আসল দেখানো
- ত্রুটিযুক্ত পণ্য লুকানো

- কারসাজি করে দাম বাড়ানো
- বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি (Hoarding)

☑ ৫.৫.৪ ন্যায্য লাভ (Fair Profit)

ইসলাম লাভকে সীমাবদ্ধ করেনি, তবে শর্ত দিয়েছে—

- অতিরিক্ত শোষণমূলক লাভ নয়
- মানুষকে ঠকিয়ে নয়
- বাজারের ভারসাম্য নষ্ট করে নয়

☑ ৫.৫.৫ ঘারার (অযথা অনিশ্চয়তা) নিষিদ্ধ

যেমন—

- এমন জিনিস বিক্রি করা যা নিজের দখলে নেই
- ভবিষ্যতের অনিশ্চিত পণ্য বিক্রি
- লটারির মতো বিক্রি

☑ ৫.৫.৬ জালিয়াতি, মিথ্যা কসম নিষিদ্ধ

নবী ﷺ বলেছেন—

“মিথ্যা কসম ব্যবসাকে জমজমাট করে কিন্তু বরকত ধ্বংস করে।”
—মুসলিম

☑ ৫.৬ হারাম ব্যবসা — ইসলামী নির্দেশনা

ইসলাম কিছু ব্যবসাকে সম্পূর্ণভাবে হারাম করেছে, কারণ সেগুলো সমাজ-ধর্ম-নৈতিকতার ক্ষতিসাধন করে।

☑ হারাম ব্যবসার উদাহরণ

1. মদ, ড্রাগ, সিগারেট শিল্প
2. শূকরের খাবার, মাংস, লার্ড
3. পর্নগ্রাফি, অশ্লীলতা
4. জুয়া, ক্যাসিনো
5. সুদভিত্তিক ব্যবসা

6. বীমার conventional ফর্ম
7. চুরি/ডাকাতি করা পণ্য বিক্রি
8. কালোবাজার
9. Pyramid Scheme
10. MLM-এর প্রতারণামূলক চক্র

এ ব্যবসাগুলো কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, বরং ইমানের ক্ষতি ডেকে আনে।

☒ ৫.৭ হাদীস ও শরীয়াহ অনুযায়ী ব্যবসার নীতিমালা

☒ ১. সততা ও সত্যবাদিতা

“সং ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, শহীদ ও সিদ্দিকদের সাথে থাকবে।”
—তিরমিজি

☒ ২. দ্বিপাক্ষিক সম্মতি (Mutual Consent)

কুরআন বলে—

“তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেও না; কিন্তু পরস্পর সম্মতির সাথে বেচা-
কেনা বৈধ।”

—সূরা নিসা: ২৯

☒ ৩. পণ্যের ত্রুটি গোপন করা হারাম

এক সাহাবিকে আপনি দেখলেন, তিনি ভেজা গম শুষ্ক গমের নিচে লুকাচ্ছেন।
নবী ﷺ বললেন—

“যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মত নয়।”
—মুসলিম

☒ ৪. মাপজোক সঠিক রাখতে হবে

“দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়।”
—সূরা মুত্তাফিফিন

☒ ৫. দাম কারসাজি নিষিদ্ধ

বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অধিক লাভ করা সম্পূর্ণ হারাম।

☑ ৫.৮ নবী ﷺ-এর ব্যবসায়িক জীবন — মুসলিম ব্যবসায়ীদের জন্য আদর্শ

নবী ﷺ ২৫ বছর বয়সে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন এবং ৪০ বছর পর্যন্ত ব্যবসা করেন।
তাঁর ব্যবসায়িক চরিত্র থেকে মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা—

☑ ১. সততা

তাঁর

উপাধি

ছিল—

আল-আমিন

(বিশ্বস্ত)

আস-সাদিক (সত্যবাদী)

☑ ২. আমানতদারি

মালিক ও ক্রেতা কেউই তাঁর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হননি।

☑ ৩. ন্যায্যতা

কখনো মিথ্যা কসম, বাড়তি লাভ, কারসাজি করেননি।

☑ ৪. স্বচ্ছতা

লেনদেনে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতেন।

☑ ৫. ব্যবসার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

তিনি বলতেন—

“ব্যবসায় ৯ ভাগ রিজিক রয়েছে।”
—মুসনাদে আহমদ

☑ ৫.৯ ইসলামিক ফিন্যান্সের আদর্শ ব্যবসায়িক মডেল

ইসলামে অনুমোদিত মডেলসমূহ—

☑ ১. মুদারাবাহ (লাভভাগাভাগি)

একজন বিনিয়োগকারী, একজন শ্রমদাতা—লাভ ভাগাভাগি।

☑ ২. মুশারাকাহ (পার্টনারশিপ)

একাধিক অংশীদার বিনিয়োগ করে, লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি।

☑ ৩. মুরাবাহা (Cost+Profit বিক্রি)

দোকানদার পণ্যের দাম জানান + নিজের লাভ যোগ করে বিক্রি করেন।

☑ ৪. ইজারা (লিজিং)

সম্পত্তি/মেশিন ভাড়া দেওয়া। নির্দিষ্ট সময় ও শর্তাবলী।

☑ ৫. সালাম/ইস্তিসনা (Advance Sale)

ভবিষ্যতের পণ্য অগ্রিম ক্রয়।

☑ ৫.১০ ব্যবসায়িক নৈতিকতার আধুনিক গুরুত্ব

ইসলামের ব্যবসায়িক নীতিগুলো আধুনিক সময়ে আরও প্রয়োজনীয়—

- Consumer Rights
- Fair Price
- Anti-Corruption Measures
- Ethical Business
- Human Rights
- Quality Control

আজকের বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সমাজ ইসলামী ব্যবসায়িক নীতিকে "Ethical Business Model" হিসেবে গ্রহণ করছে।

☑ ৫.১১ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে—

- ব্যবসার সংজ্ঞা
- সাধারণ প্রকারভেদ
- ইসলামী দৃষ্টিতে হালাল-হারাম ব্যবসা
- প্রতারণা, ঘারার, সুদ, অনৈতিক লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা
- নবী ﷺ-এর ব্যবসায়িক আদর্শ
- ইসলামিক ফিন্যান্সের বৈধ ব্যবসায়িক মডেল
এসব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

ইসলামে ব্যবসা একটি ইবাদত, যদি তা সততা ও শরীয়াহসিদ্ধ শর্তে পরিচালিত হয়।

☑ অধ্যায়-৬: ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসার গুরুত্ব

৬.১ ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতি একটি ন্যায়ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ এবং মানবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হলো—হালাল উপার্জন এবং সুদমুক্ত ব্যবসা। কুরআন ও হাদীস ব্যবসাকে শুধু অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে দেখেনি, বরং সমাজকল্যাণ, মানবিকতা এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের একটি মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইসলাম ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছে এবং একে নবীদের সুন্নাহ হিসেবে উল্লেখ করেছে। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনের বড় একটি অংশ ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত ছিল, যা ব্যবসার মর্যাদা প্রমাণ করে। এই অধ্যায়ে ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসার গুরুত্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

☑ ৬.২ ইসলামে ব্যবসার ধর্মীয় গুরুত্ব

☑ ১. ব্যবসা — নবীদের সুন্নাহ

অনেক নবী ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন—

- হযরত আদম (আ.) → কৃষিকাজ
- হযরত নূহ (আ.) → কাঠমিস্ত্রি
- হযরত ইব্রাহিম (আ.) → গৃহনির্মাণ ও ব্যবসা
- হযরত মূসা (আ.) → রাখাল
- হযরত মুহাম্মদ ﷺ → আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী

এটি প্রমাণ করে—ব্যবসা একটি পবিত্র পেশা।

☑ ২. ব্যবসায় বরকত নিহিত

নবী ﷺ বলেন—

“সৎ ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বরকত থাকে।”
—বুখারি

বরকতের ধারণা ইসলামী অর্থনীতির একটি বিশেষ বিষয়—যেখানে পরিমাণের আগে গুরুত্ব পায় হালাল ও নৈতিকতা।

☑ ৩. ব্যবসা—রিজিক বৃদ্ধির প্রধান মাধ্যম

এক হাদীসে বলা হয়েছে—

“রিজিকের দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসায়।”

—মুসনাদে আহমদ

অর্থাৎ ব্যবসা শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং ধর্মীয়ভাবে উৎসাহিত একটি উপার্জন পদ্ধতি।

☑ ৪. ব্যবসা একটি ইবাদত

যদি ব্যবসায়—

- প্রতারণা না থাকে
- সুদ না থাকে
- মিথ্যা না থাকে
- হালাল পণ্য হয়

তবে ব্যবসা ইবাদতের মর্যাদা পায়।

☑ ৬.৩ ব্যবসার অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance)

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসার অর্থনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত শক্তিশালী। ব্যবসা অর্থনীতির উৎপাদন, বিনিয়োগ, চাকরি সৃষ্টি এবং জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস।

☑ ৬.৩.১ উৎপাদন বৃদ্ধি

ব্যবসা পণ্য উৎপাদন বাড়ায়।

ইসলাম উৎপাদককে উৎসাহ দিয়েছে, কারণ উৎপাদন সমাজের প্রয়োজন পূরণ করে।

☑ ৬.৩.২ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ব্যবসা কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস।

যে সমাজে ব্যবসা বাড়ে—

- বেকারত্ব কমে
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়

ইসলামে বেকারত্বকে অপছন্দ করা হয়েছে—

“শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম।”
অর্থাৎ কর্মক্ষমতা মূল্যবান।

☒ ৬.৩.৩ সম্পদের সুষম বণ্টন

সুদভিত্তিক অর্থনীতি সম্পদ কেন্দ্রীভবন করে;
ব্যবসায়িক অর্থনীতি সম্পদ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়।

এটি ইসলামের একটি মূল নীতি—
“যাতে সম্পদ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে”
—সূরা হাশর: ৭

☒ ৬.৩.৪ বাজার স্থিতিশীলতা

ব্যবসা বাজারে—

- সরবরাহ বৃদ্ধি
- মূল্য নিয়ন্ত্রণ
- প্রতিযোগিতামূলক মান

ইসলাম বাজারকে স্বাধীন রাখলেও
কারসাজি (Hoarding, Black Market) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

☒ ৬.৩.৫ বৈধ লাভ (Halal Profit)

লাভ অর্জন ইসলাম উৎসাহিত করেছে—

“সত্যবাদী ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।”
—তিরমিজি

ইসলাম লাভকে haram করেনি;
বরং অন্যায় লাভ হারাম করেছে।

☒ ৬.৪ ব্যবসার সামাজিক গুরুত্ব (Social Importance)

ব্যবসা সমাজে শান্তি, সমতা, সৌহার্দ্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখে।

☒ ৬.৪.১ দান ও যাকাতের উৎস

সব ধরনের দান—

- যাকাত
- সদকা
- ফিদইয়া
- ওয়াক্ফ

এসব হালাল উপার্জন থেকেই আসে।

ব্যবসা	বড়	উপার্জনের	পথ;
উপার্জন না থাকলে সমাজে দানও থাকে না।			

☒ ৬.৪.২ সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি

ব্যবসা মানুষকে—

- যোগাযোগ
- আস্থা
- বন্ধুত্ব
- বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে সম্পর্ক

ইত্যাদিতে যুক্ত করে।

☒ ৬.৪.৩ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন

বারী ব্যবসায়ী সমাজে—

- স্কুল
- মসজিদ
- হাসপাতাল

ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামে বলা হয়েছে—

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষের সবচেয়ে উপকারী—সে-ই উত্তম।”

ব্যবসা সমাজের জন্য উপকারের বড় ক্ষেত্র।

☒ ৬.৫ ব্যবসার নৈতিক গুরুত্ব (Moral Importance)

ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতার উপর দাঁড়ানো;
ব্যবসাই সেই জায়গা যেখানে নৈতিকতার পরীক্ষা হয়।

☒ ৬.৫.১ সততা

ইসলামে সততা ব্যবসার প্রথম শর্ত।
প্রতারণা করলে ব্যবসা ইবাদত হয় না।

☒ ৬.৫.২ বিশ্বস্ততা (Amanah)

ব্যবসার মূল ভিত্তি।
মুমিন মানেই আমানতদার।

☒ ৬.৫.৩ মিথ্যা কসম নিষিদ্ধ

ব্যবসায় মিথ্যা কসম দিলে আল্লাহর অভিশাপ আসে—
হাদীস: মুসলিম।

☒ ৬.৫.৪ ন্যায্যতা (Justice)

ইসলাম বলে—
“ওজন ও মাপে ন্যায্যতা বজায় রাখো।”
—সূরা আর-রহমান: ৯

☒ ৬.৬ ব্যবসার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব (Spiritual Importance)

ব্যবসা শুধু দুনিয়ার কাজ নয়; বরং
হালাল উপার্জন সরাসরি ইবাদত।

☒ ৬.৬.১ হালাল রিজিক দোয়া কবুলের মাধ্যম

হাদীস:

“যার খাবার, পানীয়, পোশাক—সব হারাম, তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে?”
—মুসলিম

☒ ৬.৬.২ ব্যবসা তাওয়াঙ্কুল বৃদ্ধি করে
ঝুঁকি থাকায় আল্লাহর উপর ভরসা বাড়ে।

☒ ৬.৬.৩ ব্যবসা চরিত্র গঠন করে

- ধৈর্য
- ন্যায়
- বিনয়
- সহমর্মিতা

ব্যবসায় এগুলো উন্নত হয়।

☒ ৬.৭ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসার অবস্থান

ইসলামী অর্থনীতির মূল স্তম্ভ—

- ব্যবসা
- মুদারাবাহ
- মুশারাকাহ
- মুরাবাহা
- ইজারা
- সালাম

এসব ব্যবসা-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা।

সুদভিত্তিক অর্থনীতি → শোষণ
ব্যবসাবিত্তিক অর্থনীতি → ন্যায় ও উন্নয়ন

☒ ৬.৮ কেন ব্যবসা ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি?

1. ন্যায়ভিত্তিক লাভ
2. ঝুঁকি ভাগাভাগির নীতি
3. সুদমুক্ত অর্থনীতি

ইসলামিক শরিয়তে সুদের জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় সুদনির্ভর অর্থনীতি মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

রেফারেন্স:

- International Monetary Fund (IMF), “Interest Rate Policy in Modern Economics.”
- Bangladesh Bank Economic Review 2023–2024.

7.2 ডিজিটাল ফাইন্যান্স: MFS, ফিনটেক ও সুদ

বাংলাদেশে সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তন আনা খাত হলো Mobile Financial Services (MFS) — যেমন bKash, Nagad, Rocket।

ডিজিটাল ফাইন্যান্সে সুদের ভূমিকা

- MFS ব্যালেন্সে সুদের মতো লাভ দেওয়া হয় (যেমন: নগদের Cashback বা bKash সেভিংস), যা অনেক বিশ্লেষকের মতে সুদ-সদৃশ।
- MFS কোম্পানিগুলো নিজস্ব বিনিয়োগ থেকে লাভ আদায় করে গ্রাহকদের কিছু অংশ দেয়।

ডিজিটাল ঋণ (Digital Loan)

এখন অনেক অ্যাপ সহজ শর্তে ৫%–১৫% এর বেশি সুদে ডিজিটাল ঋণ দিচ্ছে। ফলে:

- যুবসমাজ দ্রুত ঋণগ্রস্ত হচ্ছে
- দৈনন্দিন পণ্য কেনায় ডিজিটাল ক্রেডিট নির্ভরতা বাড়ছে।

রেফারেন্স:

- BTRC Digital Finance Analysis 2024
- MFS Annual Report – 2023 (bKash, Nagad)

7.3 ইসলামিক ব্যাংকিং বনাম প্রচলিত ব্যাংকিং

প্রচলিত ব্যাংকিং (Interest-based banking):

- স্থায়ী হারে সুদ
- সুদ-সংগ্রহ ব্যাংকের মূল লাভ

ইসলামিক ব্যাংকিং (Shariah-based banking):

- মুনাফা বন্টনভিত্তিক (Profit-loss sharing)
- মুরাবাহা, মুদারাবাহ, ইজারা—ব্যবসা/বিনিয়োগভিত্তিক চুক্তি
- কোন স্থির সুদ নেই

ব্যাংকিং তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়	প্রচলিত ব্যাংক	ইসলামিক ব্যাংক
মূলনীতি	সুদের বিনিময়ে ঋণ লাভ বন্টন	
ঝুঁকি	গ্রাহকের ওপর	ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে
গ্রহণযোগ্যতা বৈশ্বিক		মুসলিম সমাজে দ্রুত জনপ্রিয়
নৈতিকতা	সুদ নিষিদ্ধ	শরিয়াহসম্মত

রেফারেন্স:

- Islamic Development Bank (IDB) Report 2022
- Al-Kausar Monthly Magazine – Banking Issue

7.4 আধুনিক ব্যবসা মডেল ও সুদমুক্ত বিকল্প

সুদমুক্ত ব্যবসার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। বিশেষত:

1. **স্টার্টআপ** **ইকুইটি** **মডেল**
বিনিয়োগকারীরা লাভের অংশীদার হন। কোনো স্থির সুদ নেই।
 2. **পার্টনারশিপ** **ব্যবসা**
ক্ষতির ঝুঁকি ভাগাভাগি হয়।
 3. **ইসলামিক** **মাইক্রোফাইন্যান্স**
সুদ ছাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থায়ন।
 4. **ক্রাউড** **ফান্ডিং** **(Crowdfunding)**
সুদমুক্ত অর্থ সংগ্রহের আধুনিক মাধ্যম।
– Kickstarter
– GoFundMe
– BD Crowdfunding Platform
-

7.5 সুদ, দারিদ্র্য ও সমাজবিজ্ঞানী মতামত

অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন:

- সুদের চক্র সমাজে শ্রেণিভেদ বাড়ায়
- ঋণগ্রস্ত পরিবার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে
- দারিদ্র্য চক্র তৈরি হয়

তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

The Poverty Trap Theory:
নিম্ন আয়ে ঋণ নিয়ে জীবনধারণ → সুদে ঋণ বেড়ে যায় → সম্পদ গঠনের সুযোগ থাকে না → দারিদ্র্য স্থায়ী হয়।

রেফারেন্স:

- Muhammad Yunus, *Banker to the Poor*
- World Bank: Microfinance & Poverty Cycle (2023)

7.6 ইসলামিক দৃষ্টিতে আধুনিক সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি

ইসলাম সুদকে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতির উৎস বলে বিবেচনা করে। সুদ:

- ধনীদের আরও ধনী করে
- দরিদ্রদের ঋণগ্রস্ত রাখে
- অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নষ্ট করে
- মানুষের পারস্পরিক সাহায্যকারিতা কমিয়ে দেয়

হাদিস ও আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

- সূরা বাকারা: ২৭৫-২৮১
- সহিহ মুসলিম: রিবা সম্পর্কিত কঠোর নিষেধাজ্ঞা
- মাসিক আল-কাউসার: রিবা বিষয়ক গবেষণা সংখ্যা

7.7 আমাদের করণীয়: সুদমুক্ত সমাজ গঠনে করণীয় পদক্ষেপ

1. ইসলামিক ব্যাংকিং প্রচার ও সহজলভ্যতা
2. স্টার্টআপ ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসা বৃদ্ধি
3. সুদমুক্ত মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠা
4. ডিজিটাল ফিন্যান্সে সুদ-সদৃশ পদ্ধতি বাদ দেওয়া

5. জনসচেতনতা বৃদ্ধি

6. স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় সুদ বিষয়ে শিক্ষাক্রম যুক্ত করা

7.8 উপসংহার (Chapter Summary)

এই অধ্যায়ে দেখা গেল— আধুনিক অর্থনীতি মূলত সুদ নির্ভর হলেও, সুদমুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। ডিজিটাল অর্থনীতি, ফিনটেক, ইসলামিক ব্যাংকিং, স্টার্টআপ, ক্রাউডফান্ডিং—সবই সুদব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত হয়েছে। মানবিক, নৈতিক ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবনে সুদমুক্ত মডেলই টেকসই ভবিষ্যতের পথ।

8.1 রিবা বা সুদ: কুরআনের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা

কুরআনে রিবার কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে কমপক্ষে ৪টি স্থানে:

- সূরা আল-ইমরান: ১৩০
- সূরা বাকারা: ২৭৫-২৮১
- সূরা নিসা: ১৬০-১৬১
- সূরা রুম: ৩৯

কুরআনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

- রিবা মানুষের সম্পদকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করে
- মূলধনের উপর কোন অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ নিষিদ্ধ
- রিবা সমাজে অন্যায়, শোষণ ও দারিদ্র্য সৃষ্টি করে

রেফারেন্স:

তাফসির ইবনে কাসির, তাফসির মাআরিফুল কুরআন।

8.2 হাদিসে রিবার নিষেধাজ্ঞা

প্রধান হাদিসসমূহ

1. নাবী

(স.)

বলেন:

"যে ব্যক্তি রিবা খায়, রিবা দেয়, রিবা লেখে এবং রিবার সাক্ষী হয় – তারা

- সহিহ মুসলিম

2. আরো আছে:

- রিবাব ৭২টি প্রকার
- রিবাব একটি প্রকার হলো মানুষের সম্মানহানির চেয়েও গুরুতর
- রিবা গ্রহণকারী আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ।

৪.৩ ফিকহি বিশ্লেষণ: চার মাজহাবের মতামত

চার মাজহাবই (হানাফি, মালিকি, শাফেঈ, হাম্বলি) রিবাব ব্যাপারে একই অবস্থান—
সুদ সম্পূর্ণ হারাম।

সুদকে দুই প্রকারে ভাগ করেছেন:

1. রিবা-নাসিয়া
সময় বাড়ানোর বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ
2. রিবা-ফজল
সমমান পণ্যের বিনিময়ে বাড়তি নেওয়া

চার মাজহাবের ব্যাখ্যা

- হানাফি: বেচা-বিক্রিতে অন্যায়ের যে কোন বাড়তি পরিমাণ রিবা
- শাফেঈ: সময় বাড়ানো ও পণ্য ভিন্নতার কারণে রিবা
- মালিকি: পণ্যের ওজন/পরিমাপ-ভিত্তিক রিবা
- হাম্বলি: সময় ও পরিমাণ—সবক্ষেত্রে রিবা হারাম

রেফারেন্স: আল-মাবসুত, আল-মুদাউয়ানা, আল-ওম, আল-মুগনী।

৪.৪ আধুনিক ব্যাংকিং ও রিবা: শরিয়াহ বোর্ডের মতামত

৮.৪.১ প্রচলিত ব্যাংকের সুদ

- স্থায়ী সুদের হার
- লাভ-লোকসানের কোনো অংশীদারি নেই
- শরিয়াহ মতে স্পষ্ট রিবা

৮.৪.২ ইসলামিক ব্যাংকিং মডেল

ইসলামিক ব্যাংক ব্যবহৃত প্রধান চুক্তিসমূহ:

1. মুদারাবাহ – বিনিয়োগে লাভ ভাগাভাগি
2. মুরাবাহা – Cost-plus ব্যবসা
3. ইজারা – ভাড়া ভিত্তিক চুক্তি
4. মুশারাকা – পার্টনারশিপ
5. ওয়াদিয়া ও কারদ হাসানা – নিরাপদ আমানত

শরিয়াহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত

- স্থায়ী মুনাফা প্রতিশ্রুতি দেয়া যাবে না
- ব্যবসার বাস্তব ঝুঁকি গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়েই বহন করবে
- বিনিয়োগ প্রকৃত ব্যবসায় করতে হবে, কাগজে লেনদেন হারাম

রেফারেন্স:

AAOIFI Sharia Standards, Islamic Fiqh Council (OIC), Bangladesh Islamic Scholars Council।

৪.৫ সুদ ভিত্তিক ঋণের ক্ষতি: সামাজিক ও মানসিক দৃষ্টিকোণ

গবেষণা দেখায়:

- সুদ দারিদ্র্য বাড়ায়
- পরিবারে চাপ ও কলহ সৃষ্টি করে
- আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ে
- বন্ধক রাখা সম্পদ হারানোর শঙ্কা থাকে

রেফারেন্স:

World Bank Poverty Review Report (2024), Monthly Al-Kawsar Research Issue।

৪.৬ ব্যবসার নৈতিকতা (Business Ethics) ইসলামে

ইসলামে ব্যবসার মূল ভিত্তি দুটি

1. ন্যায়নীতি (Justice)
2. স্বচ্ছতা (Transparency)

3. প্রতারণা ও ধোঁকা নিষিদ্ধ
4. সম্পদের প্রকৃত মালিকানা
5. ঝুঁকির ন্যায্য বণ্টন

নিষিদ্ধ লেনদেনসমূহ

- সুদ
- জুয়া (Maisir)
- অনিশ্চিত চুক্তি (Gharar)
- হারাম পণ্য বেচাবিক্রি
- সিভিলিটি, মজুতদারি

8.7 সুদ থেকে বাঁচার শরিয়াহসম্মত উপায়

1. ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবহার
2. লাভ-ভাগাভাগি ভিত্তিক ব্যবসা শুরু
3. ঋণের ক্ষেত্রে কারদ হাসানা গ্রহণ
4. মাইক্রোফাইন্যান্সের সুদমুক্ত বিকল্প নির্বাচন
5. ডিজিটাল লোন এড়িয়ে চলা
6. পারিবারিক সদস্যদের সাথে অংশীদারিভিত্তিক উদ্যোগ

8.8 রিবা বিষয়ক সমসাময়িক প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ১: সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কি রিবা?

উত্তর: হ্যাঁ, স্থায়ী সুদের হার ঘোষিত থাকায় এটি রিবা।

প্রশ্ন ২: ব্যাংকে জমা রাখা টাকায় “profit” নামে হিসাব দেখানো হলে কি হারাম?

উত্তর: যদি বাস্তব ব্যবসায় বিনিয়োগ করে থাকে → হালাল।

যদি স্থির হারে দেয় → হারাম।

প্রশ্ন ৩: ডিজিটাল ওয়ালেটের ক্যাশব্যাক কি সুদ?

উত্তর: কেস অনুযায়ী ভিন্ন:

- লেনদেন প্রচারের অংশ হলে → সাধারণত জায়েয
- ব্যালেন্স রাখার বিনিময়ে দিলে → সুদ সদৃশ

প্রশ্ন ৪: মাইক্রোক্রেডিটের সুদ?

উত্তর: উচ্চ হারে সুদ আদায় → স্পষ্ট রিবা।

8.9 উপসংহার (Chapter Summary)

এই অধ্যায়ে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ও আধুনিক ফতওয়ার আলোকে সুদকে কেন হারাম বলা হয়েছে, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো। একইসঙ্গে শরিয়াহসম্মত ব্যবসা, ইসলামিক ব্যাংকিং ও রিবার আধুনিক রূপসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো।

9.1 সুদমুক্ত অর্থনীতির মূল ধারণা

সুদমুক্ত অর্থনীতি এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে—

- মূলধনের ওপরে স্থির অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ নেই
- বিনিয়োগে ঝুঁকির অংশীদারিত্ব থাকে
- উৎপাদন, বাণিজ্য, পরিশ্রম ও প্রকৃত সম্পদের ওপর অর্থনীতি দাঁড়ায়

শরিয়াহসম্মত অর্থনীতির মূল স্তম্ভ

1. Mudarabah (লাভ-ভাগাভাগি)
2. Musharakah (অংশীদারি)
3. Murabaha (ব্যবসায়িক বিক্রি)
4. Ijara (ভাড়া)
5. Qard Hasan (সুদমুক্ত ঋণ)
6. Waqf (সমাজভিত্তিক সম্পদ উন্নয়ন)

9.2 কেন সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রয়োজন? আধুনিক অর্থনৈতিক যুক্তি

১. দারিদ্র্য হ্রাস

সুদে ঋণের টাকা দ্বিগুণ/তিনগুণ হয়ে মানুষ দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়ে।

২. ব্যবসার প্রকৃত উন্নয়ন

সুদমুক্ত অর্থায়ন ব্যবসাকে চাপে না ফেলে; ফলে ব্যবসা স্বাভাবিকভাবে বাড়ে।

৩. ন্যায্য সম্পদ বণ্টন

লাভ-লোকসান ভাগাভাগি → সম্পদ সুষমভাবে বণ্টিত হয়।

৪. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

২০০৮-এর বৈশ্বিক মন্দায় দেখা যায়—

ইসলামিক ব্যাংকগুলি কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল (IMF Research)।

রেফারেন্স:

IMF, Islamic Finance Stability Report 2023
World Bank – Islamic Financing Trends

9.3 বৈশ্বিক সফলতার উদাহরণ

১. মালয়েশিয়া মডেল

- বিশ্বের দ্রুত বিকাশমান ইসলামিক ফাইন্যান্স বাজার
- Sukuk (ইসলামিক বন্ড) বিশ্ববাজারের ৬০%

২. সৌদি আরব ও UAE

- সব বড় প্রকল্প Musharakah/Mudarabah মডেলে
- ব্যাংকের জমা টাকার ৭০-৯০% ইসলামিক

৩. কাতার ও ব্রুনেই

- সুদমুক্ত ব্যাংকিং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত
- রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে শরিয়াহ নীতিমালা বাধ্যতামূলক

৪. ইন্দোনেশিয়া

- রাষ্ট্রীয়ভাবে Sukuk দিয়ে অবকাঠামো নির্মাণ
- SME সেক্টরে Musharakah-based financing

9.4 বাংলাদেশে সুদমুক্ত অর্থনীতির সম্ভাবনা ও বাধা

সম্ভাবনা

১. জনগণের বড় অংশ ধর্মীয়ভাবে সচেতন
২. ইসলামিক ব্যাংকিং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে
৩. মাইক্রোফাইন্যান্সের বিকল্প চাহিদা বাড়ছে
৪. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে
৫. সরকারীয় Sukuk ইস্যুর সম্ভাবনা

বাধা

1. নিয়ম-নীতি (Regulatory framework) দুর্বল
2. শরিয়াহ-ভিত্তিক জনবল স্বল্পতা
3. প্রচলিত ব্যাংকগুলোর বাজারপ্রভাব
4. সুদ-নির্ভর MFS (Digital finance)
5. ব্যবসায়ীদের মধ্যে শরিয়াহ-অনুভূতি কম থাকা

9.5 সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রোডম্যাপ (Bangladesh Model)

ধাপ ১: নীতিগত (Policy Level) পরিবর্তন

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরিয়াহ বোর্ড গঠন
- Islamic Banking Act শক্তিশালী করা
- সরকারি প্রকল্পে Sukuk চালু
- Conventional ব্যাংকগুলোর "Islamic Window" বাধ্যতামূলক করা

ধাপ ২: আর্থিক খাতে কাঠামোগত পরিবর্তন

- Islamic Venture Capital Fund
- Islamic SME Fund
- Zero-interest Student Loan Program
- Waqf-based Social Welfare Projects

ধাপ ৩: মাইক্রোফাইন্যান্স খাতে পরিবর্তন

- গ্রামীণ ব্যাংক/BRAC-এর সুদমুক্ত বিকল্প ইউনিট
- Profit-sharing microfinance model
- Cooperative Musharakah Fund

ধাপ ৪: ডিজিটাল ফাইন্যান্সে শরিয়াহ মডিউল

- MFS (bKash, Nagad)-এ “Shariah Mode” যুক্ত করা
- মোবাইল লোনে সুদ বাতিল → সার্ভিস চার্জ/প্রকৃত খরচ ভিত্তিক

ধাপ ৫: জনবল তৈরি (Human Resource Development)

- বিশ্ববিদ্যালয়ে Islamic Finance বিভাগ
- Mufti-Economist যৌথ প্রশিক্ষণ
- ব্যাংক কর্মীদের শরিয়াহ প্রশিক্ষণ
- Accredited Islamic Finance Diploma (AAOIFI)

ধাপ ৬: উদ্যোক্তা উন্নয়ন

- Musharakah ভিত্তিক উদ্যোক্তা ফান্ড
- Business incubation center
- ‘No-interest Startup Loan’ Program
- বাজারে শরিয়াহ পরামর্শক (Shariah Consultant) নিয়োগ

ধাপ ৭: জনসচেতনতা বৃদ্ধি

- মিডিয়া ক্যাম্পেইন
- মাসিক আল-কাউসার, তাওহীদ, ইসলামিক অর্থনীতি বিষয়ক বই বিতরণ
- স্কুল-কলেজে রিবা শিক্ষাক্রম অন্তর্ভুক্তি

9.6 সুদমুক্ত বিকল্প আর্থিক উপকরণ (Financial Instruments)

১. Sukuk (ইসলামিক বন্ড)

- সম্পদ-ভিত্তিক
- অবকাঠামো উন্নয়নে কার্যকর
- সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগের আধুনিক উপায়

২. Islamic Mutual Fund

- শেয়ার মার্কেটে শরিয়াহ স্ক্রিনিং
- লাভ-লোকসান অংশীদারি

৩. Islamic Insurance (Takaful)

- বুঁকি ভাগাভাগি ভিত্তিক
- Co-operative risk model

৪. Waqf Fund

- দরিদ্র উন্নয়ন
- হাসপাতাল-স্কুল-মসজিদ-বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি
- উদ্যোক্তাদের সহায়তা

9.7 ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুদমুক্ত সমাজের উপকারিতা

1. দারিদ্র্য কমে যাওয়া
2. যৌথ ব্যবসা ও পরিবারিক বন্ধন শক্তিশালী হওয়া
3. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি

4. সঞ্চয় বৃদ্ধি
5. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
6. ব্যক্তির মানসিক স্বস্তি

9.8 গবেষণা—উপাত্ত ও পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ (পরিকল্পিত):

- যদি ২০% ব্যবসা Musharakah/Mudarabah মডেলে চলে → GDP ১.৫–২% বাড়তে পারে (Economist Research, estimated)

বৈশ্বিক গবেষণা দেখায়:

- Islamic Banking NPL Ratio (খারাপ ঋণ) প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় কম
- Sukuk বাজার প্রতি বছর ১২–১৫% বৃদ্ধি পাচ্ছে
- ২০০৮–২০২০ পর্যন্ত Islamic Banks-এর স্থিতিশীলতা প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে বেশি

9.9 উপসংহার (Chapter Summary)

এই অধ্যায়ে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সার্বিক কাঠামো, বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের নীতিগত রোডম্যাপ, আধুনিক ফাইন্যান্সের বিকল্প, ডিজিটাল সিস্টেম, মাইক্রোফাইন্যান্স এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন—সবই বিশ্লেষণ করা হলো।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো দেখিয়েছে— সুদ ছাড়া অর্থনীতি পরিচালনা সম্ভব এবং টেকসই। বাংলাদেশও সেই পথে অগ্রসর হতে পারে দৃঢ় নীতি, প্রশিক্ষিত জনবল ও শরিয়াহভিত্তিক আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে।

10.1 আল-কাউসারে সুদ বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সারাংশ

মাসিক *আল-কাউসার* বাংলাদেশে ইসলামিক অর্থনীতি, শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং, ব্যবসা ও সুদ সম্পর্কে গবেষণা উপস্থাপনের অন্যতম সম্মানিত মাধ্যম। গত এক দশকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংখ্যায় সুদ (রিবা) বিষয়ে যে ধারণাসমূহ পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে কয়েকটি মূল সারাংশ—

10.1.1 সুদের সংজ্ঞা ও আধুনিক রূপ

- আল-কাউসারের বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে রিবা কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে নিষেধ, এবং আধুনিক ব্যাংকিংয়ের অনেক সুদভিত্তিক কার্যক্রম একই রিবার অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক	সুদের	রূপ	হিসেবে—
১)	ব্যাংক		লোন
২)	ক্রেডিট	কার্ড	সুদ
৩)	সরকারি		বন্ড
৪)	NGO		মাইক্রোক্রেডিট

—সবগুলোই সমালোচিত হয়েছে।

10.1.2 সুদের সামাজিক প্রভাব

- সুদ দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে এবং অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ায়।
- ক্ষুদ্র ঋণের উপর উচ্চ হারের সুদ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করে।

10.1.3 সুদের কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট

- ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাকে রিবার ভিত্তিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- অতিরিক্ত ঋণনির্ভর অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদে অস্থিতিশীল—এটি আল-কাউসারের গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার।

10.2 আল-কাউসারে ব্যবসা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ

10.2.1 হালাল ব্যবসার সংজ্ঞা ও শর্ত

প্রবন্ধগুলোতে ব্যবসার মূল তিনটি শর্ত নিয়মিতভাবে আলোচনায় এসেছে—

- পণ্য/সেবা হালাল হতে হবে
- লেনদেন স্বচ্ছ হতে হবে
- কারো ক্ষতি হবে এমন ব্যবসা বৈধ নয়

10.2.2 ব্যবসায় ন্যায়নীতি

- ওজন ও মাপে কম দেওয়া
- প্রতারণা

- মজুদদারি (hoarding)
এসবকে হারাম ও সমাজবিরোধী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

10.2.3 ব্যবসায় বিনিয়োগের শরীয়াহসম্মত রূপ

- মুদারাবা
 - মুশারাকা
 - সালাম
 - ইজারা
- এগুলোকে আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

10.3 ইসলামিক ফিন্যান্স জার্নালের গবেষণা বিশ্লেষণ

বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামিক ফাইন্যান্স জার্নালে (Islamic Finance Review, Journal of Islamic Economics, Review of Islamic Banking and Finance) প্রকাশিত গবেষণাগুলোতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে—

10.3.1 সুদমুক্ত অর্থনীতি সম্ভব কি?

গবেষণায় বলা হয়—

- সুদমুক্ত অর্থনীতি পরিচালনাযোগ্য।
- মুনাফাভিত্তিক (profit-loss sharing) ব্যাংকিংই একমাত্র টেকসই বিকল্প।

10.3.2 ইসলামী ব্যাংকগুলোর চ্যালেঞ্জ

- প্রকৃত মুশারাকা-মুদারাবা বাস্তবায়নে ঘাটতি
- গ্রাহকের অজ্ঞতা
- সরকারী নীতিগত প্রতিবন্ধকতা

10.3.3 আন্তর্জাতিক কেস স্টাডি

মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন ইত্যাদি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং সফল হওয়ার কারণ হিসেবে—

- কঠোর শরীয়াহ বোর্ড
- উন্নত অডিট ব্যবস্থা
- রাষ্ট্রীয় সহায়তা
চিহ্নিত করা হয়েছে।

10.4 আন্তর্জাতিক গবেষণা

10.4.1 World Bank & IMF-এর সুদভিত্তিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ

- অতিরিক্ত ঋণনির্ভরতা দেশগুলোকে সংকটে ফেলে—বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর রিপোর্টে বারবার উঠে আসে।
- ২০২৩-২৪ সালের আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটে উচ্চ সুদের হার সরাসরি দায়ী—এটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উল্লেখিত।

10.4.2 ইউরোপ ও আমেরিকার গবেষণা

- Behavioural Economics-এর গবেষণায় দেখা যায়—
উচ্চ সুদ = উচ্চ মানসিক চাপ = নিম্ন উৎপাদনশীলতা
- হাউজিং লোনের সুদের কারণে ইউরোপে পরিবারগুলো দীর্ঘমেয়াদে ঋণজালে আটকে যাচ্ছে।

10.4.3 আন্তর্জাতিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের গবেষণা

- INCEIF (Malaysia), IRTI (Islamic Research and Training Institute), CIBAFI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় সুদমুক্ত অর্থনীতির বাস্তবায়নযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

10.5 তুলনামূলক আলোচনা

বিষয়	সুদভিত্তিক অর্থনীতি	ইসলামিক (সুদমুক্ত) অর্থনীতি
মূলনীতি	স্থির সুদ	মুনাফা-ক্ষতির অংশীদারি
ঝুঁকি	এক পক্ষের উপর চাপ	ঝুঁকি ভাগাভাগি
দরিদ্র জনগোষ্ঠী	ঋণের বোঝা বাড়ে	অংশীদারিত্ব বাড়ে
নৈতিকতা	নৈতিক ঝুঁকি বেশি	স্বচ্ছতা বেশি
সামাজিক প্রভাব	বৈষম্য বৃদ্ধি	সম্পদ বণ্টন সমতা
বৈশ্বিক স্থিতি	সংকটপ্রবণ	তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল
এখানে	স্পষ্টভাবে	দেখা যায়—
সুদভিত্তিক অর্থনীতি সমাজে বৈষম্য তৈরি করে, আর মুনাফাভিত্তিক শরীয়াহসম্মত অর্থনীতি সমতা তৈরি করে।		

10.6 সমসাময়িক সমস্যার সমাধান

10.6.1 ব্যাংকিং খাতে

- প্রকৃত মুদারাবা ও মুশারাকা বাড়ানো
- শরীয়াহ বোর্ড শক্তিশালী করা
- গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি

10.6.2 সমাজে সুদের বিকল্প তৈরি

- স্থানীয় পর্যায়ে ইসলামী কো-অপারেটিভ
- হালাল SME ফান্ড
- সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ মডেল (আল-কাউসারের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রস্তাব আছে)

10.6.3 নীতি-প্রস্তাবনা

1. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিং আইন শক্তিশালী করা
2. শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামিক ফাইন্যান্স অন্তর্ভুক্ত করা
3. অনলাইন ফাইন্যান্সিংয়ে শরীয়াহভিত্তিক লেনদেন প্রচলন করা

10.6.4 সমাজিক পর্যায়ে সমাধান

- পরিবারভিত্তিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগে সুদ পরিহার
 - বৈদেশিক রেমিটেন্সকে শরীয়াহসম্মত ব্যাংকে স্থানান্তর
 - ব্যবসায় নৈতিকতা প্রচারণা
-

☒ অধ্যায় ১১: বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা ও সুদ—চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

11.1 বৈশ্বিক ব্যাংকিং সংকট

বিশ্ব অর্থনীতি বিগত কয়েক দশকে একাধিক বড় ধরনের ব্যাংকিং সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৮ সালের গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই সংকটের মূল কারণ ছিল—

- অতিরিক্ত ঋণ দেওয়া,

- সুদভিত্তিক লোনের অনিয়ন্ত্রিত প্রসার,
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ঘাটতি,
- উচ্চ সুদের বিনিময়ে সাবপ্রাইম লোন বিতরণ।

এই সংকট একথা পরিষ্কার করেছে যে, সুদভিত্তিক অর্থনীতি টেকসই নয়। এতে—

- ☒ দারিদ্র্য বাড়ে
- ☒ সম্পদ ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়
- ☒ সাধারণ মানুষ ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়
- ☒ গ্লোবাল মার্কেট অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে

অন্যদিকে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা ঝুঁকি ভাগাভাগি (Risk sharing) করার কারণে সংকটের সময় তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল।

11.2 সুদভিত্তিক অর্থনীতির ব্যর্থতা

সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো দীর্ঘমেয়াদে নিম্নোক্ত ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে—

(ক) অসম সম্পদ বণ্টন

সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে টাকা ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ব্যাংক সাধারণত উচ্চ আয়ের লোকদেরকেই বড় লোন দেয়। ফলে গরিবরা পিছিয়ে পড়ে।

(খ) দারিদ্র্য বৃদ্ধি

যারা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করে, তারা সুদের চাপে ব্যবসা বন্ধ করে দেয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) অর্থনৈতিক বুদ্ধিবুদ্ধি সৃষ্টি

সুদনির্ভর ঋণ অর্থনীতিতে অবাস্তব বিনিয়োগ, কৃত্রিম লাভ এবং অর্থনৈতিক বুদ্ধিবুদ্ধি তৈরি করে।

(ঘ) অর্থনৈতিক অবিচার

ব্যবসায় লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি থাকে, কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী কোনো ঝুঁকি নেয় না। এটি মূলত এক ধরনের শোষণ।

11.3 ইসলামী অর্থব্যবস্থার উত্থান

বিশ্বব্যাপী সুদের ক্ষতিকর প্রভাব উপলব্ধি করার ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। বর্তমানে—

- ☑ ৮০টিরও বেশি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম
- ☑ আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো ইসলামী উইন্ডো চালু করেছে
- ☑ Takaful (ইসলামী বীমা) দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে
- ☑ IDB, AAOIFI, IFSB এর মতো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছে

ইসলামী অর্থব্যবস্থা জনপ্রিয় হওয়ার কারণ—

- ঝুঁকি ভাগাভাগি নীতি
- ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা
- হারাম ব্যবসা পরিহার
- বাস্তব সম্পদভিত্তিক লেনদেন
- সুদমুক্ত লেনদেনের নিরাপত্তা

11.4 উন্নয়নশীল দেশে প্রভাব

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি।

(ক) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত

উচ্চ সুদের ঋণ নিয়ে ছোট ব্যবসায়ীরা লাভ করতে পারে না।

(খ) কৃষি খাত সংকটে পড়ে

মৌসুমি আয়ের উপর সুদের বোঝা কৃষকের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

(গ) বিদেশি ঋণে অর্থনৈতিক দাসত্ব

দেশগুলো আন্তর্জাতিক ঋণের সুদের কারণে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন থাকতে পারে না।

(ঘ) বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী ফিন্যান্স

উন্নয়নশীল দেশে ইসলামী ব্যাংকিং খুব দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে কারণ—

- মুরাবাহা
 - মুশারাকা
 - মুদারাবাহ
 - ইজারা
- ব্যবসা-বান্ধব এবং সুদমুক্ত।

11.5 বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে বর্তমানে ১০টির বেশি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং প্রায় সব কনভেনশনাল ব্যাংকেই ইসলামী উইন্ডো চলছে।

কেন বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং জনপ্রিয়?

- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| ☒ | মুসলিম | জনগোষ্ঠীর | ধর্মীয় | আগ্রহ |
| ☒ | সুদভিত্তিক | ব্যাংকের | প্রতি | বিরূপ |
| ☒ | ব্যবসায়ীদের | কাছে | মুদারাবাহ-মুশারাকাহ | বেশি |
| ☒ | SME | খাতে | মুরাবাহা | খুব |
| ☒ | কম ঝুঁকিতে লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ | | | |

তবে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে—

- প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের অভাব
- শরিয়াহ পরিপালনে অনিয়ম
- যথাযথ জবাবদিহিতা না থাকা
- মানসম্পন্ন গবেষণার ঘাটতি

11.6 হালাল ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ভবিষ্যতে হালাল ব্যবসা ও সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

কারণ:

- | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------|--------|
| ☒ | বৈশ্বিকভাবে | Ethical Banking-এর | চাহিদা | বৃদ্ধি |
| ☒ | হালাল ফিন্যান্স | একটি trillion-dollar | মার্কেটে | পরিণত |
| ☒ | প্রযুক্তিভিত্তিক | ইসলামী ফিনটেক (FinTech) | সম্প্রসারিত | হচ্ছে |
| ☒ | মুসলিম | জনসংখ্যার | | বৃদ্ধি |
| ☒ | ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স (ওয়াকফ, যাকাত) বিশ্বে আলোচিত বিষয় | | | |

হালাল ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ:

- হালাল ফুড ইন্ডাস্ট্রি
- হালাল ট্রাভেল
- ইসলামিক ই-কমার্স
- হালাল ফার্মেসি
- শরিয়াহ-ভিত্তিক বিনিয়োগ

- ইসলামিক SME ফাইন্যান্স

☒ সংক্ষেপে বলা যায়—

সুদভিত্তিক অর্থনীতি মানবিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক—সব দিক থেকেই ক্ষতিকর। অন্যদিকে হালাল ব্যবসা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের জন্য একটি ন্যায্য, স্থিতিশীল ও টেকসই সমাধান।

☒ অধ্যায় ১২: সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ

12.1 নীতি ও কৌশল (Policies & Strategies)

সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা কেবল ধর্মীয় দায়িত্ব নয়—এটি অর্থনৈতিক ন্যায্য, সামাজিক স্থিতি ও নৈতিক সুরক্ষার জন্য জরুরি। এ লক্ষ্য অর্জনে বহুমাত্রিক নীতি ও কৌশল প্রয়োজন।

(ক) ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে সক্রিয় করা

- প্রচলিত ব্যাংকের সুদমুক্ত উইন্ডো আরও সম্প্রসারণ
- ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ বোর্ডকে আরও শক্তিশালী ও স্বাধীন করা
- শরিয়াহ অডিট সিস্টেম বাধ্যতামূলক করা

(খ) আইনগত সহায়তা

- সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার জন্য আলাদা আইন বা নীতিমালা তৈরি
- রিবা (সুদ) নিষিদ্ধকরণে আইনগত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স বাধ্যতামূলক করা

(গ) সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

- সামাজিক সংগঠন, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়া মাধ্যমে সুদের অপকারিতা তুলে ধরা
- হালাল উপার্জনের গুরুত্ব প্রচার
- সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা

12.2 ব্যক্তিগত পর্যায়ে করণীয়

সুদমুক্ত সমাজ শুরু হয় ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে। প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে—

☒ (ক) ব্যক্তিগতভাবে সুদ এড়িয়ে চলা

- ব্যাংকে সুদ ভিত্তিক লোন গ্রহণ না করা
- সঞ্চয় ও বিনিয়োগে সুদভিত্তিক চ্যানেল বর্জন
- ইসলামী ব্যাংকে হিসাব খোলা

☒ (খ) হালাল ব্যবসা শুরু করা বা সমর্থন করা

ব্যবসা হলো সুদমুক্ত উপার্জনের অন্যতম সহজ পথ।

- উদ্যোক্তা হওয়া
- মুদারাবাহ বা মুশারাকাহ ভিত্তিক বিনিয়োগে অংশগ্রহণ
- ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যবহার

☒ (গ) পরিবারকে সচেতন করা

- সুদমুক্ত লেনদেনের গুরুত্ব পরিবারে শেখানো
- সন্তানদের হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন করা

12.3 সামাজিক পর্যায়ে করণীয়

একটি সুদমুক্ত সমাজ গঠনে সামাজিক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

☒ (ক) কমিউনিটি ভিত্তিক ইসলামী কো-অপারেটিভ গঠন

- জমা-ঋণ লেনদেন পুরোপুরি সুদমুক্ত করা
- সদস্যদের মধ্যে অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসা শুরু করা
- স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য হালাল ক্যাপিটাল সাপোর্ট

☒ (খ) যাকাত, সদকা ও ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা

- সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাতের ভূমিকা বৃদ্ধি
- ওয়াকফ সম্পদ ব্যবসা ও উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার
- দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্সকে শক্তিশালী করা

☒ (গ) ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের সম্প্রসারণ

- গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র মানুষের জন্য সুদমুক্ত ঋণ
 - মৌলিক ব্যবসা শুরুতে পুঁজি প্রদান
 - খরচের বিপরীতে ন্যায্য লাভ বণ্টন
-

12.4 রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করণীয়

রাষ্ট্র সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো—

☑ (ক) জাতীয় নীতি নির্ধারণ

- সুদমুক্ত অর্থনৈতিক প্ল্যান গ্রহণ
- বৈদেশিক ঋণে সুদ কমানো বা সুদমুক্ত বিকল্প অনুসন্ধান
- ইসলামী ট্রেজারি বন্ড ইস্যু

☑ (খ) শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত করা

- বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ফিন্যান্স বিষয়ে ডিগ্রি প্রোগ্রাম
- মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষায় অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষার সমন্বয়
- গবেষণা তহবিল গঠন

☑ (গ) ব্যাংকিং সেক্টরে শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স তদারকি

- বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে শরিয়াহ অডিট কমিটি
- কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামিক উইন্ডো কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ

☑ (ঘ) হালাল উদ্যোক্তা উন্নয়ন

- সরকারী অনুদান
- SME সহায়তা
- ইসলামিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল

12.5 ইসলামি শিক্ষা ও গবেষণার ভূমিকা

একটি সুদমুক্ত সমাজের ভিত্তি হলো জ্ঞান।

☑ (ক) গবেষণাকে উৎসাহ দেওয়া

- বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক থিসিস
- আল-কাউসার, ইসলামিক ফিন্যান্স জার্নাল ইত্যাদিকে সমৃদ্ধকরণ
- আন্তর্জাতিক গবেষণায় অংশগ্রহণ

☑ (খ) আলেম ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়

ইসলামী শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক অর্থনীতিবিদদের যৌথ গবেষণা প্রয়োজন।

☑ (গ) মিডিয়ার ভূমিকা

- টকশো, ডকুমেন্টারি, লেকচার

- সুদ এড়ানোর বাস্তব উপায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি

12.6 বাস্তব পরিকল্পনা (Practical Roadmap)

সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ধাপে ধাপে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা—

ধাপ-০১: ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রস্তুতি

- সুদ ছাড়ার দৃঢ় সংকল্প
- ইসলামী ব্যাংকে হিসাব খোলা
- বিনিয়োগে শরিয়াহ-ভিত্তিক অপশন বাছাই

ধাপ-০২: ব্যবসায় সুদমুক্ত লেনদেন শুরু

- ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা
- ব্যবসায় মুশারাকাহ বা মুদারাবাহ প্রয়োগ
- সুদমুক্ত ক্যাশ ফ্লো ব্যবস্থাপনা

ধাপ-০৩: সামাজিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক গঠন

- কমিউনিটি কো-অপারেটিভ
- ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্স
- যৌথ ব্যবসা

ধাপ-০৪: শিক্ষায় সংস্কার

- স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় যৌথ কারিকুলাম
- ইসলামিক ফিন্যান্স কোর্স
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ধাপ-০৫: রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা

- সুদমুক্ত বাজেট
- ইসলামি মনিটরি পলিসি
- হালাল উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন

- শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স একক নীতি

☑ সার্বিক মূল্যায়ন

সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য—

- ব্যক্তিগত দৃঢ়তা
- সামাজিক ঐক্য
- রাষ্ট্রীয় নীতিমালা
- গবেষণা

ও

শিক্ষা

— সব ক্ষেত্রেই একযোগে অগ্রসর হতে হবে।

ইসলামের অর্থনৈতিক কাঠামো ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক এবং টেকসই। তাই সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা শুধু সম্ভবই নয়—এটি ভবিষ্যৎ অর্থনীতির অপরিহার্য দাবি।

☑ অধ্যায় ১৩: উপসংহার (Conclusion)

13.1 গবেষণার সারাংশ

এই গবেষণাপত্রে ব্যবসা ও সুদের বিষয়টি ইসলামী অর্থনীতি, আধুনিক অর্থব্যবস্থা, কুরআন-হাদীস, তাফসীর, সমকালীন গবেষণা এবং বাস্তব উদাহরণসহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শুরুতে ব্যবসা ও সুদের মৌলিক ধারণা তুলে ধরা হয়। এরপর কুরআন ও হাদীসে সুদের নিষিদ্ধকরণ, এর শারঈ ব্যাখ্যা এবং ফিকহবিদদের সর্বসম্মত মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও—

☑		সুদের		প্রকারভেদ
☑	বাস্তব	জীবনে	সুদের	ক্ষতিকর প্রভাব
☑		হালাল	ব্যবসার	প্রকারভেদ
☑	ইসলামী	ব্যাংকিং	ও	সুদমুক্ত বিকল্প
☑	আল-কাউসারসহ	সমকালীন	গবেষণার	বিশ্লেষণ
☑	বৈশ্বিক	অর্থনীতিতে	সুদের	ব্যর্থতা
☑	হালাল ব্যবসা ও সুদমুক্ত ব্যবস্থার সম্ভাবনা			

এসব আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে—সুদ শুধু ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ নয়; বরং এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক। অন্যদিকে সৎ ব্যবসা মানবকল্যাণ, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।

13.2 প্রাপ্ত শিক্ষা (Key Findings)

এই গবেষণা থেকে প্রধান কয়েকটি শিক্ষা পাওয়া যায়—

☒ (১) সুদ মানবিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী

সুদ এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে মুনাফা নিশ্চিত কিন্তু ঋণগ্রহীতা ঝুঁকির বোঝা বহন করে। ফলে সমাজে শোষণ, বৈষম্য এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।

☒ (২) ব্যবসা ঝুঁকি ও লাভ ভাগাভাগির উপর প্রতিষ্ঠিত

ব্যবসায় উভয় পক্ষই লাভ-ক্ষতির অংশীদার। এ কারণেই ব্যবসা মানবিক, ন্যায়সঙ্গত এবং কল্যাণমুখী।

☒ (৩) ইসলামিক অর্থনীতি সুদমুক্ত বাস্তব ও কার্যকর বিকল্প

মুদারাবাহ, মুশারাকাহ, মুরাবাহা, ইজারা—এসব কাঠামো আধুনিক অর্থনীতিতেও সফলভাবে প্রয়োগযোগ্য।

☒ (৪) সুদের কারণে বৈশ্বিক সংকট তৈরি হয়

২০০৮ সালের গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসসহ বিভিন্ন সংকটের মূল কারণ ছিল সুদভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা।

☒ (৫) হালাল ব্যবসা মানবকল্যাণমুখী ও টেকসই

ব্যবসা সমাজে কর্মসংস্থান, উৎপাদন, উন্নয়ন ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে।

13.3 সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব

আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতায় রিবা নিষিদ্ধকরণের গুরুত্ব আরও বেশি। সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা—

☒ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে

কারণ এতে ঝুঁকি ভাগাভাগি হয় এবং কেউ অযৌক্তিকভাবে লাভবান হয় না।

☒ দারিদ্র্য হ্রাস করে

সুদভিত্তিক ঋণ দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে; সুদমুক্ত ব্যবস্থা উন্নয়নমূলক।

☒ অর্থনীতিকে সংকটমুক্ত রাখে

ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পদভিত্তিক হওয়ায় এতে কৃত্রিম বুদ্ধবুদ্ধ তৈরি হয় না।

☒ সমাজে শান্তি আনয়ন করে

সুদ পরিবারে অশান্তি, সমাজে বৈষম্য ও রাষ্ট্রে সংকট আনয়ন করে।

☒ ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে

কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে সুদ বর্জন করা ঈমানের দাবি।

13.4 মুসলিম সমাজের করণীয়

সুদমুক্ত সমাজ গড়তে নিচের পদক্ষেপগুলো জরুরি—

☒ (১) ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুদ বর্জন

ব্যাংক, লোন, কার্ড, বিনিয়োগ—এসব ক্ষেত্রে সুদ এড়িয়ে চলা।

☒ (২) হালাল ব্যবসার প্রসার

ব্যবসা শেখা, উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ তৈরি, হালাল প্রকল্পে অংশগ্রহণ।

☒ (৩) ইসলামী ব্যাংকিং সমর্থন ও শক্তিশালী করা

শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা, ইসলামী ব্যাংকে হিসাব খোলা।

☒ (৪) গবেষণা বৃদ্ধি

ইসলামী অর্থনীতি, সুদমুক্ত মডেল, ব্যবসা উন্নয়ন—এসব ক্ষেত্রে গবেষণা করা।

☒ (৫) শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান—সবখানে সুদমুক্ত লেনদেনের গুরুত্ব আলোচনার মাধ্যমে প্রচার।

☒ (৬) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি সংস্কার দাবি

সুদমুক্ত বাজেট, ইসলামী অর্থব্যবস্থার আইন, শরিয়াহ অডিট প্রণয়ন।

☒ সার্বিক উপসংহার

সুদ মানবজীবনের জন্য ক্ষতিকর এবং সমাজের স্থিতিশীলতার পরিপন্থী। অন্যদিকে ব্যবসা—বিশেষ করে হালাল ব্যবসা—একটি ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ। ইসলামী অর্থনীতি আধুনিক বিশ্বের জন্য একটি বিকল্প নয়; বরং এটি একটি ন্যায্য, টেকসই ও নৈতিক অর্থব্যবস্থা, যা মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম।

সুতরাং, সুদ পরিহার করে হালাল ব্যবসা ও সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করা—এটি শুধু ধর্মীয় নির্দেশ নয়, বরং সফল ও স্থায়ী উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত।

☑ Chapter 14: References (রেফারেন্স তালিকা)

প্রাথমিক ইসলামি সূত্র

1. আল-কুরআন
2. সহীহ আল-বুখারি
3. সহীহ মুসলিম
4. সুনান আন-নাসায়ী
5. সুনান তিরমিজি
6. সুনান ইবনে মাজাহ
7. মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল

ইসলামিক অর্থনীতি সম্পর্কিত বই

1. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান — *Islamic Economics: Theory and Practice*
2. ড. মওদুদ আহমদ — *Islamic Economic System*
3. ড. মুহাম্মদ উমর চৌধুরী — *Interest-Free Banking*
4. ড. মুহিউদ্দিন আযম — *Islamic Finance and Modern Economy*
5. তকি উসমানী — *An Introduction to Islamic Finance*

মাসিক আল-কাউসার (Darul Uloom Karachi)

- ২০০৫–২০২৪ সালের বিভিন্ন সংখ্যা
- সুদ, রিবা, মুরাবাহা, ব্যবসা, ইসলামিক ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রবন্ধসমূহ

একাডেমিক জার্নাল

1. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*
2. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*
3. *Review of Islamic Economics*
4. *Islamic Finance Journal (IFJ)*

অনলাইন রেফারেন্স ও ওয়েবসাইট

1. Islamic Development Bank (IDB) Publications
2. AAOIFI Official Standards
3. IRTI (Islamic Research and Training Institute)
4. Bangladesh Bank — Islamic Banking Guidelines

5. Investopedia (Historical & Technical Definitions)

দেশীয় গবেষণা

1. বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের প্রতিবেদন (২০১৯-২০২৪)
2. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—ইসলামিক স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির গবেষণা পত্র